

অষ্টম অধ্যায়



অক্ষরব্রহ্ম-যোগ

শ্লোক ১

অর্জুন উবাচ

কিং তদ্ ব্রহ্ম কিমধ্যাত্মং কিং কর্ম পুরুষোত্তম ।

অধিভূতং চ কিং প্রোক্তমধিদৈবং কিমুচ্যতে ॥ ১ ॥

অর্জুনঃ উবাচ—অর্জুন বললেন; কিম্—কি; তৎ—সেই; ব্রহ্ম—ব্রহ্ম; কিম্—কি; অধ্যাত্মম্—আত্মা; কিম্—কি; কর্ম—কর্ম; পুরুষোত্তম—হে পুরুষোত্তম; অধিভূতম্—জড়-জাগতিক প্রকাশ; চ—এবং; কিম্—কি; প্রোক্তম্—বলা হয়; অধিদৈবম্—দেবতাগণ; কিম্—কি; উচ্যতে—বলা হয়।

গীতার গান

অর্জুন कहিলেন :

ব্রহ্ম কিংবা অধ্যাত্ম কি কর্ম পুরুষোত্তম ।

অধিভূত অধিদৈব कह তার ব্রহ্ম ॥

অনুবাদ

অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন—হে পুরুষোত্তম! ব্রহ্ম কি? অধ্যাত্ম কি? কর্ম কি? অধিভূত ও অধিদৈবই বা কাকে বলে? অনুগ্রহপূর্বক আমাকে স্পষ্ট করে বল।

তাৎপর্য

এই অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মতত্ত্ব থেকে শুরু করে অর্জুনের বিবিধ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। তিনি এখানে কর্ম, সকাম কর্ম, ভক্তিয়োগ, যোগের পন্থা ও শুদ্ধ ভক্তির ব্যাখ্যা করেছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, পরমতত্ত্ব ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান, এই নামে অভিহিত হন। তা ছাড়া, স্বতন্ত্র জীবাত্মাকেও ব্রহ্ম বলা হয়। অর্জুন ভগবানের কাছে আত্মা সম্বন্ধেও প্রশ্ন করেন। আত্মা বলতে দেহ, আত্মা ও মনকে বোঝায়। বৈদিক অভিধান অনুসারে আত্মা বলতে মন, আত্মা, দেহ ও ইন্দ্রিয়গুলিকে বোঝায়।

অর্জুন এখানে ভগবানকে পুরুষোত্তম বলে সম্বোধন করেছেন, অর্থাৎ এই প্রশ্নগুলি তিনি শুধু মাত্র এক বন্ধুকে করছেন তা নয়, তাঁকে পরমেশ্বর ভগবান জেনে তিনি এই প্রশ্নগুলি করেছেন, যিনি সেই প্রশ্নগুলির যথাযথ উত্তর দানে পরম অধিকর্তা।

শ্লোক ২

অধিযজ্ঞঃ কথং কোহত্র দেহেহস্মিন্মধুসূদন ।

প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োহসি নিয়তাত্মভিঃ ॥ ২ ॥

অধিযজ্ঞঃ—যজ্ঞের অধিষ্ঠাতা; কথং—কিভাবে; কঃ—কে; অত্র—এখানে; দেহে—শরীরে; অস্মিন্—এই; মধুসূদন—হে মধুসূদন; প্রয়াণকালে—মৃত্যুর সময়; চ—এবং; কথং—কিভাবে; জ্ঞেয়ঃ—জ্ঞাত; অসি—হও; নিয়তাত্মভিঃ—আত্ম-সংযমীর দ্বারা।

গীতার গান

অধিযজ্ঞ কিবা সেই হে মধুসূদন ।

কিভাবে তোমাকে পায় প্রয়াণ যখন ॥

অনুবাদ

হে মধুসূদন! এই দেহে অধিযজ্ঞ কে, এবং এই দেহের মধ্যে তিনি কিরূপে অবস্থিত? মৃত্যুকালে জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির কিভাবে তোমাকে জানতে পারেন?

তাৎপর্য

শ্রীবিষ্ণু ও ইন্দ্র উভয়কেই যজ্ঞের অধীশ্বররূপে গণ্য করা হয়। শ্রীবিষ্ণু হচ্ছেন সমস্ত মুখ্য দেবতাদের, এমন কি ব্রহ্মা ও শিবেরও অধীশ্বর এবং যে সমস্ত দেব-

দেবী প্রকৃতির পরিচালনা কার্যে সহায়তা করেন, ইন্দ্র তাঁদের মধ্যে প্রধান দেবতা। যজ্ঞ অনুষ্ঠানে শ্রীবিষ্ণু ও ইন্দ্র উভয়েরই উপাসনা করা হয়। কিন্তু এখানে অর্জুন জিজ্ঞাসা করছেন যে, যজ্ঞের প্রকৃত অধীশ্বর কে এবং কিভাবে তিনি জীবের দেহে অবস্থান করেন।

অর্জুন এখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে মধুসূদন নামে সম্বোধন করেছেন, কারণ শ্রীকৃষ্ণ একদা মধু নামক এক অসুরকে সংহার করেছিলেন। অর্জুন কৃষ্ণভাবনাময় ভগবদ্ভক্ত, তাই তাঁর মনে এই সমস্ত সংশয়জনক প্রশ্নের উদয় হওয়া উচিত নয়। সুতরাং অর্জুনের মনের এই সংশয়গুলি অসুরের মতো; আর শ্রীকৃষ্ণ যেহেতু অসুর সংহার করার ব্যাপারে অত্যন্ত পারদর্শী, তাই অর্জুন তাঁকে মধুসূদন নামে সম্বোধন করেছেন, যাতে তিনি তাঁর মনের সমস্ত আসুরিক সন্দেহগুলি সমূলে বিনাশ করেন।

এই শ্লোকে প্রয়াণকালে কথাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, আমাদের সারা জীবনে আমরা যা কিছুই করি, তার পরীক্ষা হয় আমাদের মৃত্যুর সময়। অর্জুনের মনে আশঙ্কা দেখা দিয়েছে যে, মৃত্যুর সময় কৃষ্ণভাবনাময় ভগবদ্ভক্তেরা ভগবানের কথা স্মরণ করতে পারেন কি না, কারণ মৃত্যুর সময় দেহের সমস্ত ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায় এবং মন তখন স্বাভাবিক অবস্থায় নাও থাকতে পারে। এভাবেই দেহের অস্বাভাবিক অবস্থায় বিচলিত হয়ে, তখন পরমেশ্বরকে স্মরণ করা সম্ভব না-ও হতে পারে। তাই, মহাভাগবত মহারাজ কুলশেখর ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছেন, “হে ভগবান! আমার শরীর এখন সুস্থ এবং এখনই যেন আমার মৃত্যু হয়, যাতে আমার মনরূপী রাজহংস তোমার শ্রীচরণ-কমল লতায় আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে।” এখানে এই উপমার অবতারণা করা হয়েছে, কারণ রাজহংস যেমন কমল-কর্ণিকায় প্রবেশ করে আনন্দিত হয়, তেমনই শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তের মনরূপী রাজহংস ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় লাভ করার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে। মহারাজ কুলশেখর পরমেশ্বরকে জানাচ্ছেন, “এখন আমার মন অবিচলিত রয়েছে, আর আমি সম্পূর্ণ সুস্থ রয়েছি। যদি আমি এখনই তোমার চরণপদ্ম স্মরণ করে মৃত্যু বরণ করি, তা হলে আমি নিশ্চিত হব যে, তোমার প্রতি আমার প্রেমভক্তি সার্থকতা লাভ করবে। কিন্তু যদি আমার স্বাভাবিক মৃত্যুর জন্য আমাকে অপেক্ষা করতে হয়, তা হলে কি যে ঘটবে তা আমি জানি না, কারণ সেই সময়ে আমার শারীরিক ক্রিয়াকলাপ বিঘ্নিত হবে, আমার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে যাবে, আর তাই, আমি জানি না, আমি তোমার নাম জপ করতে পারব কি না। তাই, এখনই এই মুহূর্তে আমার মৃত্যু হোক।” অর্জুন তাই প্রশ্ন করেছেন—মৃত্যুর সময় কিভাবে মনকে শ্রীকৃষ্ণের চরণ-কমলে একাগ্র রাখা যায়।

শ্লোক ৩

শ্রীভগবানুবাচ

অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং স্বভাবোহধ্যাত্মমুচ্যতে ।

ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্মসংজ্ঞিতঃ ॥ ৩ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; অক্ষরম্—বিনাশ-রহিত; ব্রহ্ম—ব্রহ্ম; পরমম্—পরম; স্বভাবঃ—নিত্য স্বভাব; অধ্যাত্মম্—অধ্যাত্ম; উচ্যতে—বলা হয়; ভূতভাবোদ্ভবকরঃ—জীবের জড় দেহের উৎপত্তিকর; বিসর্গঃ—সৃষ্টি; কর্ম—কর্ম; সংজ্ঞিতঃ—কথিত হয়।

গীতার গান

শ্রীভগবান কহিলেন :

অক্ষয় বিনাশ নাই অতএব ব্রহ্ম ।

আমি ভগবান সেজন্য পরম-ব্রহ্ম ॥

পরমাত্মা আর যে ভগবান ।

সেই যে পরমতত্ত্ব সেই ব্রহ্মজ্ঞান ॥

কর্ম সে কারণ জড় শরীর বিসর্গ ।

ভূতোদ্ভব যার নাম শুন তার বর্গ ॥

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—নিত্য বিনাশ-রহিত জীবকে বলা হয় ব্রহ্ম এবং তার নিত্য স্বভাবকে অধ্যাত্ম বলে। ভূতগণের উৎপত্তি ও বৃদ্ধিকর সংসারই কর্ম।

তাৎপর্য

ব্রহ্ম অবিনশ্বর, নিত্য শাস্ত্রত ও অপরিবর্তনীয়। কিন্তু এই ব্রহ্মেরও অতীত হচ্ছে পরব্রহ্ম। ব্রহ্ম বলতে জীবকে বোঝায় এবং পরব্রহ্ম বলতে পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানকে বোঝায়। জীবের স্বরূপ জড় জগতে তার যে স্থিতি তার থেকে ভিন্ন। জড় চেতনায় জীব জড় জগতের উপর আধিপত্য করতে চায়। কিন্তু পারমার্থিক কৃষ্ণভাবনায় তার স্থিতি হচ্ছে নিরন্তর ভগবানের সেবা করা। জীব যখন জড় চেতনায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকে, তখন তাকে জড় জগতে নানা রকম দেহ

ধারণ করতে হয়। তাকে বলা হয় কর্ম, অর্থাৎ জড় চেতনার প্রভাবে উৎপন্ন নানাবিধ সৃষ্টি।

বৈদিক সাহিত্যে জীবকে বলা হয় জীবাত্মা ও ব্রহ্ম, কিন্তু কখনই তাকে পরব্রহ্ম বলা হয় না। জীবাত্মা বিভিন্ন অবস্থায় পতিত হয়—কখনও সে অন্ধকারাচ্ছন্ন জড়া প্রকৃতিতে পতিত হয়ে নিজেকে সে জড় পদার্থ বলে মনে করে, আবার কখনও সে নিজেকে উৎকৃষ্ট, পরা প্রকৃতির অন্তর্গত বলে মনে করে। তাই, তাকে ভগবানের তটস্থা শক্তি বলে বর্ণনা করা হয়। অপরা ও পরা প্রকৃতিতে তার স্থিতি অনুসারে সে পঞ্চভৌতিক জড় দেহ অথবা চিন্ময় দেহ প্রাপ্ত হয়। সে যখন নিজেকে জড় পদার্থ বলে মনে করে জড়া প্রকৃতিতে আবদ্ধ থাকে, তখন সে চুরাশি লক্ষ বিভিন্ন শরীরের কোনও একটি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু পরা প্রকৃতিতে তার রূপ একটি। জড়া প্রকৃতিতে সে তার কর্ম অনুসারে মানুষ, দেবতা, পশু, পাখি আদির শরীর প্রাপ্ত হয়। স্বর্গলোকে নানা রকম সুখস্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করার জন্য সে কখনও কখনও যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করে, কিন্তু তার সেই পুণ্য-কর্মফলগুলি যখন শেষ হয়ে যায়, তখন সে এই পৃথিবীতে পতিত হয়ে আবার মনুষ্যদেহ ধারণ করে। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় কর্ম।

ছান্দোগ্য উপনিষদে বৈদিক যাগযজ্ঞের পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। যজ্ঞের বেদিতে পাঁচ রকমের অগ্নিকুণ্ডে পাঁচ রকমের অর্ঘ্য দান করা হয়। পঞ্চবিধ অগ্নিকুণ্ডকে বিভিন্ন স্বর্গলোক, মেঘ, পৃথিবী, নর ও নারীরূপে ধারণা করা হয় এবং পঞ্চবিধ যাজ্ঞিক অর্ঘ্যগুলি হচ্ছে বিশ্বাস, চন্দ্রলোকের ভোক্তা, বৃষ্টি, শস্য ও বীর্য।

বিভিন্ন যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার মাধ্যমে ক্রমে ক্রমে জীবাত্মা বিভিন্ন স্বর্গলোকে গমন করতে পারে। তারপর সেই যজ্ঞের ফলে অর্জিত পুণ্য-কর্মফল যখন শেষ হয়ে যায়, তখন সে বৃষ্টির মাধ্যমে এই পৃথিবীতে পতিত হয়, তারপর সে শস্যকণায় পরিণত হয়। মানুষ সেই শস্য আহার করে এবং তা বীর্যে পরিণত হয়, তারপর সেই বীর্য স্ত্রীযোনিতে সঞ্চারিত হয়ে গর্ভবতী করে। এভাবেই জীবাত্মা আবার মনুষ্য-শরীর প্রাপ্ত হয়ে যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করে। এভাবেই জীব প্রতিনিয়ত এই জড় জগতে গমনাগমন করতে থাকে। কৃষ্ণভাবনাময় ভগবদ্ভুক্ত অবশ্য এই ধরনের যজ্ঞ অনুষ্ঠান পরিহার করেন। তিনি সরাসরিভাবে কৃষ্ণভাবনাময় ভগবদ্ভক্তির পস্থা অবলম্বন করেন এবং ভগবানের কাছে ফিরে যাওয়ার আয়োজন করেন।

নির্বিশেষবাদীরা অযৌক্তিকভাবে গীতার ব্যাখ্যা করে অনুমান করে যে, ব্রহ্ম জড় জগতে জীবরূপ ধারণ করে এবং তার প্রমাণস্বরূপ তারা গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোকের অবতারণা করে। কিন্তু এই শ্লোকে জীবাত্মা সম্পর্কে পরমেশ্বর এই কথাও বলেছেন যে, “আমারই নিত্য ভিন্ন অংশ”। ভগবানের

অণুসদৃশ অংশ জীবাশ্মা জড় জগতে পতিত হতে পারে, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান (অচ্যুত) কখনও পতিত হন না। তাই পরমব্রহ্ম জীবে পরিণত হন এই অনুমান গ্রহণযোগ্য নয়। বৈদিক সাহিত্যে ব্রহ্ম (জীবাশ্মা) ও পরম-ব্রহ্মকে (পরমেশ্বরকে) কখনই এক বলে বর্ণনা করা হয়নি, সেই কথা আমাদের মনে রাখা উচিত।

শ্লোক ৪

অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতম্ ।

অধিযজ্ঞোহহমেবাত্র দেহে দেহভূতাং বর ॥ ৪ ॥

অধিভূতম্—অধিভূত; ক্ষরঃ—নিয়ত পরিবর্তনশীল; ভাবঃ—ভাব; পুরুষঃ—সূর্য, চন্দ্র আদি সমস্ত দেবতাদের সমষ্টিরূপ বিরাট পুরুষ; চ—এবং; অধিদৈবতম্—অধিদৈব বলা হয়; অধিযজ্ঞঃ—পরমাত্মা; অহম্—আমি (শ্রীকৃষ্ণ); এব—অবশ্যই; অত্র—এই; দেহে—শরীরে; দেহভূতাম্—দেহধারীদের মধ্যে; বর—শ্রেষ্ঠ।

গীতার গান

পদার্থ যে অধিভূত ক্ষর ভাব নাম ।

বিরাট পুরুষ সেই অধিদৈব নাম ॥

অন্তর্যামী আমি সেই অধিযজ্ঞ নাম ।

যত দেহী আছে তার হৃদে মোর ধাম ॥

অনুবাদ

হে দেহধারীশ্রেষ্ঠ! নশ্বর জড়া প্রকৃতি অধিভূত। সূর্য, চন্দ্র আদি সমস্ত দেবতাদের সমষ্টিরূপ বিরাট পুরুষকে অধিদৈব বলা হয়। আর দেহীদের দেহান্তরগত অন্তর্যামী রূপে আমিই অধিযজ্ঞ।

তাৎপর্য

প্রতিনিয়তই প্রকৃতির পরিবর্তন হচ্ছে। জড় শরীর সাধারণত ছয়টি অবস্থা প্রাপ্ত হয়—তার জন্ম হয়, বৃদ্ধি হয়, কিছুকালের জন্য স্থায়ী হয়, প্রজনন করে, ক্ষীণ হয় এবং অবশেষে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। এই জড়া প্রকৃতিকে বলা হয় অধিভূত। এক সময় এর সৃষ্টি হয় এবং কোন এক সময় এর বিনাশ হয়। ভগবানের বিশ্বরূপ, যাতে সমস্ত দেব-দেবীরা ও তাঁদের নিজস্ব লোকসমূহ অবস্থিত, তাকে বলা হয়

অধিদৈবত। শ্রীকৃষ্ণের আংশিক প্রকাশ পরমাত্মা, যিনি অন্তর্যামীরূপে প্রতিটি জীবের হৃদয়ে বিরাজ করেন, তাঁকে বলা হয় অধিযজ্ঞ। এই শ্লোকের এব শব্দটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই শব্দটির দ্বারা ভগবান এখানে দৃঢ়ভাবে প্রতিপন্ন করছেন যে, এই পরমাত্মা তাঁর থেকে অভিন্ন। পরমাত্মারূপে ভগবান প্রতিটি জীবের সঙ্গে থেকে তাদের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করে চলেন এবং তিনি হচ্ছেন তাদের বিবিধ চেতনার উৎস। পরমাত্মা জীবকে স্বাধীনভাবে কর্ম করার সুযোগ দেন এবং তার কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করেন। ভগবানের এই সমস্ত বিভিন্ন প্রকারের তত্ত্ব কৃষ্ণভাবনাময় ভগবৎ-সেবা পরায়ণ শুদ্ধ ভক্তের কাছে আপনা থেকেই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। ভগবদ্ভক্তির প্রাথমিক স্তরে কনিষ্ঠ ভক্ত অধিদৈবত নামক ভগবানের সুমহান বিশ্বরূপের ধ্যান করে, কারণ তখন সে ভগবানের পরমাত্মা রূপকে উপলব্ধি করতে পারে না। তাই, কনিষ্ঠ ভক্তকে ভগবানের বিশ্বরূপের অথবা বিরাট পুরুষের ধ্যান করতে উপদেশ দেওয়া হয়, যাঁর পদদ্বয় হচ্ছে পাতাললোক, যাঁর চক্ষুদ্বয় হচ্ছে সূর্য ও চন্দ্র এবং যাঁর মস্তক হচ্ছে উর্ধ্বলোক।

শ্লোক ৫

অন্তকালে চ মামেব স্মরনুত্থা কলেবরম্ ।

যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ৫ ॥

অন্তকালে—অন্তিম সময়ে; চ—ও; মাম্—আমাকে; এব—অবশ্যই; স্মরন্—স্মরণ করে; নুত্থা—ত্যাগ করে; কলেবরম্—দেহ; যঃ—যিনি; প্রয়াতি—প্রয়াণ করেন; সঃ—তিনি; মদ্ভাবম্—আমার স্বভাব; যাতি—লাভ করেন; নাস্তি—নেই; অত্র—এখানে; সংশয়ঃ—সন্দেহ।

গীতার গান

অতএব অন্তকালে আমারে স্মরিয়া ।

যেবা চলি যায় এই শরীর ছাড়িয়া ॥

সে পায় আমার ভাব অমর সে হয় ।

নিশ্চয়ই কহিনু এই নাহিত সংশয় ॥

অনুবাদ

মৃত্যুর সময়ে যিনি আমাকে স্মরণ করে দেহত্যাগ করেন, তিনি তৎক্ষণাৎ আমার ভাবই প্রাপ্ত হন। এই বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে কৃষ্ণভাবনামৃতের গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে দেহত্যাগ করলে তৎক্ষণাৎ ভগবৎ-ধামে প্রবেশ করা যায়। পরমেশ্বর ভগবান সকল শুদ্ধ সত্তার মধ্যে শুদ্ধতম। সুতরাং, নিরন্তর কৃষ্ণভাবনায় মগ্ন থাকলে শুদ্ধ সত্তার মধ্যে শুদ্ধতম হয়ে ওঠা যায়। এখানে স্মরন্ শব্দটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। যে সমস্ত জীবেরা অশুদ্ধ, যারা কখনও ভগবদ্ভক্তি সাধন করেনি, তাদের পক্ষে ভগবানকে স্মরণ করা সম্ভব নয়। তাই, জীবনের সূচনা থেকেই কৃষ্ণভাবনার অনুশীলন করা উচিত। জীবনের শেষে সার্থকতা অর্জন করতে হলে শ্রীকৃষ্ণের স্মরণ অপরিহার্য। সেই জন্য শ্রীকৃষ্ণকে মনে রাখতে হলে সর্বক্ষণ অবিরামভাবে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র—হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে কীর্তন করতে হয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু উপদেশ দিয়েছেন যে, প্রত্যেকের তরুর মতো সহিষ্ণু হওয়া উচিত (তরোরিব সহিষ্ণুনা)। যে ব্যক্তি হরে কৃষ্ণ কীর্তন করবেন, তাঁর অনেক রকম বাধাবিঘ্ন আসতে পারে। তা সত্ত্বেও, এই সমস্ত বাধা-বিঘ্নগুলিকে সহ্য করে তাঁকে অনবরত হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে—কীর্তন করে যেতে হবে, যাতে জীবনের অন্তিমকালে তিনি কৃষ্ণভাবনামৃতের পূর্ণ সুফল লাভ করতে পারেন।

শ্লোক ৬

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্ ।

তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥ ৬ ॥

যম্ যম্—যেমন যেমন; বা—বা; অপি—ও; স্মরন্—স্মরণ করে; ভাবম্—ভাব; ত্যজতি—ত্যাগ করেন; অন্তে—অন্তিমকালে; কলেবরম্—দেহ; তম্ তম্—সেই সেই; এব—অবশ্যই; এতি—প্রাপ্ত হন; কৌন্তেয়—হে কুন্তীপুত্র; সদা—সর্বদা; তৎ—সেই; ভাব—ভাব; ভাবিতঃ—তন্ময়চিত্ত।

গীতার গান

যে যেই স্মরণ করে জীব অন্তকালে ।

যেভাবে সে ত্যজে নিজ জড় কলেবরে ॥

সেই সেই ভাবযুক্ত তত্ত্ব লাভ করে ।

হে কৌন্তেয়! থাকি সদা সেই ভাব ঘরে ॥

অনুবাদ

অন্তিমকালে যিনি যে ভাব স্মরণ করে দেহত্যাগ করেন, তিনি সেই ভাবে ভাবিত তত্ত্বকেই লাভ করেন।

তাৎপর্য

মৃত্যুর সংকটময় মুহূর্তে কিভাবে জীবের প্রকৃতির পরিবর্তন হয়, সেই কথা এখানে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যে মানুষ দেহত্যাগ করবার সময়ে কৃষ্ণচিন্তা করে, সে পরমেশ্বর ভগবানের পরা প্রকৃতি অর্জন করে। কিন্তু এই কথা ঠিক নয় যে, শ্রীকৃষ্ণবিহীন অন্য কিছু চিন্তা করলেও সেই পরা প্রকৃতি অর্জন করা যায়। এই বিষয়টি আমাদের বিশেষ যত্ন সহকারে অনুধাবন করতে হবে। কিভাবে উপযুক্ত মনোভাবে আবিষ্ট হয়ে দেহত্যাগ করা যায়? এক মহান ব্যক্তি হয়েও মৃত্যুর সময় মহারাজ ভরত হরিণের কথা চিন্তা করেছিলেন, তাই তাঁর পরবর্তী জীবনে তিনি হরিণ-শরীর প্রাপ্ত হন। হরিণরূপে জন্মগ্রহণ করা সত্ত্বেও মহারাজ ভরত তাঁর পূর্বজন্মের কথা স্মরণ করতে পেরেছিলেন, কিন্তু তাঁকে পশুর শরীর গ্রহণ করতে হয়েছিল। স্বভাবতই, জীবিত অবস্থায় আমরা যে সমস্ত চিন্তা করে থাকি, সেই অনুযায়ী আমাদের মৃত্যুকালীন চিন্তার উদয় হয়। সুতরাং, এই জীবনই সৃষ্টি করে আমাদের পরবর্তী জীবন। কেউ যদি সর্বক্ষণ শুদ্ধ সাত্ত্বিকভাবে জীবন যাপন করেন এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত সেবায় ও চিন্তায় মগ্ন থাকেন, তা হলে তাঁর পক্ষে জীবনের অন্তিমকালে কৃষ্ণচিন্তা করা সম্ভব। সেটিই তাঁকে শ্রীকৃষ্ণের পরা প্রকৃতিতে স্থানান্তরিত করতে সাহায্য করবে। শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত সেবায় মগ্ন হয়ে থাকলে, পরবর্তী জীবনে অপ্রাকৃত শরীর ধারণের সৌভাগ্য অর্জিত হয়। তাঁকে আর জড় দেহ ধারণ করতে হয় না। তাই, হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে—এই মহামন্ত্র কীর্তন করাই হচ্ছে জীবনের অন্তিমকালে ভাব পরিবর্তনের সফলতম শ্রেষ্ঠ উপায়।

শ্লোক ৭

তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মামনুষ্মর যুধ্য চ ।

ময্যাপিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ঃ ॥ ৭ ॥

তস্মাৎ—অতএব; সর্বেষু—সব; কালেষু—সময়ে; মাম্—আমাকে; অনুস্মর—স্মরণ করে; যুদ্ধ—যুদ্ধ কর; চ—ও; ময়ি—আমাতে; অর্পিত—সমর্পিত হলে; মনঃ—মন; বুদ্ধিঃ—বুদ্ধি; মাম্—আমাকে; এব—অবশ্যই; এষ্যসি—পাবে; অসংশয়ঃ—নিঃসন্দেহে।

গীতার গান

অতএব তুমি সদা আমাকে স্মরিবে ।
 কায়মন বুদ্ধি সব আমাকে অর্পিবে ॥
 সেভাবে থাকিলে মোরে পাইবে নিশ্চয় ।
 আমাতে অর্পিত মন যদি অসংশয় ॥

অনুবাদ

অতএব, হে অর্জুন! সর্বদা আমাকে স্মরণ করে তোমার স্বভাব বিহিত যুদ্ধ কর, তা হলে আমাতে তোমার মন ও বুদ্ধি অর্পিত হবে এবং নিঃসন্দেহে তুমি আমাকেই লাভ করবে।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখানে অর্জুনকে যে উপদেশ দিয়েছেন, তা জড়-জাগতিক কার্যকলাপে নিয়োজিত প্রতিটি মানুষের পক্ষেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভগবান বলছেন না যে, মানুষকে তার কর্তব্যকর্ম পরিত্যাগ করতে হবে। মানুষ তার নিজের কর্তব্যকর্ম করে যেতে পারে এবং সেই সঙ্গে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করতে পারে। তার ফলে সে জড়-জাগতিক কলুষতা থেকে মুক্ত হতে পারে এবং শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে তার মন ও বুদ্ধিকে নিয়োজিত করতে পারে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নাম কীর্তন করার ফলে জীব নিঃসন্দেহে পরম ধাম কৃষ্ণলোকে উত্তীর্ণ হবে।

শ্লোক ৮

অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা ।
 পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্ ॥ ৮ ॥

অভ্যাস—অভ্যাস; যোগযুক্তেন—যোগে যুক্ত হয়ে; চেতসা—মন ও বুদ্ধির দ্বারা;
ন অন্যগামিনা—অন্যগামী; পরমম্—পরম; পুরুষম্—পুরুষকে; দিব্যম্—দিব্য;
যাতি—প্রাপ্ত হন; পার্থ—হে পৃথাপুত্র; অনুচিন্তয়ন্—অনুক্ষণ চিন্তা করে।

গীতার গান

কঠিন নহে ত এই অভ্যাস করিলে ।
মনকে অন্যত্র সদা নাহি যেতে দিলে ॥
হে পার্থ সেভাবে চিন্তি পরম পুরুষে ।
নিশ্চয়ই পাইবে তুমি দেহ অবশেষে ॥

অনুবাদ

হে পার্থ! অভ্যাস যোগে যুক্ত হয়ে অনন্যগামী চিন্তে যিনি অনুক্ষণ পরম পুরুষের
চিন্তা করেন, তিনি অবশ্যই তাঁকেই প্রাপ্ত হবেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে স্মরণ করার গুরুত্ব প্রতিপন্ন করেছেন। হরে
কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতি পুনর্জাগরিত হয়। এভাবেই
পরমেশ্বর ভগবানের নাম সমন্বিত অপ্ৰাকৃত শব্দতরঙ্গ শ্রবণ ও কীর্তন করার মাধ্যমে
আমাদের কান, জিহ্বা ও মন ভগবানের সেবায় নিয়োজিত হয়। এভাবেই ভগবানের
দিব্য নাম আশ্রয় করে তাঁর ধ্যান করা অত্যন্ত সহজ এবং তা করার ফলে আমরা
ভগবানের কাছে ফিরে যেতে পারি। পুরুষম্ শব্দটির অর্থ হচ্ছে ভোক্তা। জীব
যদিও ভগবানের তটস্থা শক্তিজাত, কিন্তু সে জড় কলুষের দ্বারা আচ্ছন্ন। তাই
সে নিজেকে ভোক্তা মনে করে, কিন্তু সে কখনই পরম ভোক্তা হতে পারে না।
এখানে স্পষ্টভাবে বলা হচ্ছে যে, নারায়ণ, বাসুদেব আদি বিভিন্ন স্বাংশ প্রকাশ
রূপে পরমেশ্বর ভগবানই হচ্ছেন পরম ভোক্তা।

হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করে ভগবদ্যুক্ত তাঁর আরাধ্য ভগবানের শ্রীনারায়ণ,
শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাম আদি যে কোন একটি রূপকে নিরন্তর স্মরণ করতে পারেন। এই
অনুশীলনের ফলে তাঁর অন্তর কলুষমুক্ত হয়ে পবিত্র হয় এবং জীবনের অন্তিমকালে
সতত কীর্তন করার প্রভাবে তিনি ভগবৎ-ধামে স্থানান্তরিত হন। যোগ অনুশীলন
করার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের অন্তঃস্থিত পরমাত্মার ধ্যান করা। তেমনই, হরে
কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার ফলে মন পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীচরণ-কমলে আবিষ্ট
হয়। মন চঞ্চল, তাই তাকে জোর করে শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় নিয়োজিত করতে হয়।

এই সম্পর্কে শুঁয়াপোকার উদাহরণের অবতারণা করা হয়, যে সর্বক্ষণ প্রজাপতি হওয়ার চিন্তায় মগ্ন থাকার ফলে, সেই জীবনেই প্রজাপতিতে রূপান্তরিত হয়। সেই রকম, আমরাও যদি সর্বক্ষণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা করি, তবে আমরাও নিঃসন্দেহে এই জীবনের শেষে ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরই মতো চিন্ময় দেহ প্রাপ্ত হব।

শ্লোক ৯

কবিং পুরাণমনুশাসিতারম্
অণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্ যঃ ।
সর্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥ ৯ ॥

কবিম্—সর্বজ্ঞ; পুরাণম্—অনাদি; অনুশাসিতারম্—নিয়ন্তা; অণোঃ—সূক্ষ্ম থেকে; অণীয়াংসম্—সূক্ষ্মতর; অনুস্মরেৎ—নিরন্তর স্মরণ করেন; যঃ—যিনি; সর্বস্য—সব কিছুর; ধাতারম্—বিধাতা; অচিন্ত্য—অচিন্ত্য; রূপম্—রূপ; আদিত্যবর্ণম্—সূর্যের মতো জ্যোতির্ময়; তমসঃ—অন্ধকারের; পরস্তাৎ—অতীত।

গীতার গান

পরম পুরুষ ধ্যান, শুনহ তাহার জ্ঞান,
সর্বজ্ঞ তিনি সে সনাতন ।
নিয়ন্তা সে অতি সূক্ষ্ম, বিধাতা সে অন্তরীক্ষ,
অগোচর জড় বুদ্ধি মন ॥
যে জন স্মরণ করে, নিত্য সেই পুরুষেরে,
আদিত্যের ন্যায় স্বপ্রকাশ ।
প্রকৃতির পরপারে, যে জানে সে বিধাতারে,
স্বরাট তিনি চিদ্ বিলাস ॥

অনুবাদ

সর্বজ্ঞ, সনাতন, নিয়ন্তা, সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর, সকলের বিধাতা, জড় বুদ্ধির অতীত, অচিন্ত্য ও পুরুষরূপে পরমেশ্বর ভগবানের ধ্যান করা উচিত। তিনি সূর্যের মতো জ্যোতির্ময় এবং এই জড়া প্রকৃতির অতীত।

তাৎপর্য

কিভাবে ভগবানের কথা চিন্তা করতে হয়, সেই কথা এই শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে প্রথম কথা হচ্ছে যে, তিনি নির্বিশেষ বা শূন্য নন। নির্বিশেষ অথবা শূন্যের ধ্যান করা যায় না। সেটি অত্যন্ত কঠিন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা করার পস্থা খুবই সহজ এবং এখানে বাস্তব-সম্মত ভাবেই তা বর্ণনা করা হয়েছে। সর্বপ্রথমে জানতে হবে যে, ভগবান হচ্ছেন ‘পুরুষ’ বা একজন ব্যক্তি—আমরা পুরুষ রাম ও পুরুষ কৃষ্ণের চিন্তা করি। তাঁকে শ্রীরাম অথবা শ্রীকৃষ্ণ যেভাবেই চিন্তা করি, তাঁর রূপ কেমন, ভগবদ্গীতার এই শ্লোকটিতে তারই বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে ভগবানকে কবি বলা হয়েছে, তার মানে তিনি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সব কিছুই জানেন। তিনি হচ্ছেন আদিপুরুষ, কারণ তিনি হচ্ছেন সব কিছুর উৎস, সব কিছুই তাঁর থেকে উদ্ভূত হয়েছে। তিনি সমস্ত জগতের পরম নিয়ন্তা, পালনকর্তা এবং সমগ্র মানব-সমাজের উপদেষ্টা। তিনি সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর। জীবাত্তার আয়তন হচ্ছে কেশের অগ্রভাগের দশ হাজার ভাগের এক ভাগ, কিন্তু ভগবান এমনই সূক্ষ্ম যে, তিনি সেই জীবাত্তারও অন্তরে প্রবেশ করেন। তাই, তাঁকে সূক্ষ্মতম থেকেও সূক্ষ্মতর বলা হয়। পরমেশ্বর ভগবান রূপে তিনি পরমাণুর মধ্যে প্রবেশ করেন, অণুসদৃশ জীবের অন্তরে প্রবেশ করেন এবং পরমাত্তারূপে তাদের পরিচালিত করেন। যদিও তিনি সূক্ষ্ম, তবুও তিনি সর্বব্যাপ্ত এবং তিনিই সব কিছুর পালনকর্তা। তাঁরই পরিচালনায় জড় জগতের অসংখ্য গ্রহ-নক্ষত্রগুলি পরিচালিত হচ্ছে। আমরা প্রায়ই অবাক হয়ে ভাবি যে, কিভাবে এই বিরাট বিরাট গ্রহ-নক্ষত্রগুলি আকাশে ভেসে আছে। এখানে বলা হচ্ছে যে, পরমেশ্বর ভগবান তাঁর অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে এই সমস্ত বিশাল বিপুলাকৃতি গ্রহ-নক্ষত্রমণ্ডলীকে ধরে রেখেছেন। এই প্রসঙ্গে অচিন্ত্য শব্দটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ভগবানের শক্তি আমাদের কল্পনার এবং চিন্তারও অতীত, তাই তা অচিন্ত্য। এই কথা কে অস্বীকার করতে পারে? তিনি সমগ্র জড় জগতে পরিব্যাপ্ত, কিন্তু তবুও তিনি এই জড় জগতের অতীত। এই জড় জগৎ সম্বন্ধেই আমাদের কোন ধারণা নেই এবং অপ্রাকৃত জগতের তুলনায় এই জড় জগৎ অত্যন্ত নগণ্য। তা হলে এই জগতের অতীত সেই অপ্রাকৃত জগতের কথা আমরা কিভাবে চিন্তা করব? অচিন্ত্য মানে হচ্ছে, যা এই জড় জগতের অতীত, যা দার্শনিক অনুমান, তর্ক, যুক্তি আদির দ্বারা উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। তাই যে বুদ্ধিমান তাঁর কর্তব্য হচ্ছে, সব রকমের যুক্তি-তর্ক, জল্পনা-কল্পনা বাদ দিয়ে বেদ, ভগবদ্গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত আদি শাস্ত্রে যা বলা হয়েছে, তাকে সত্য বলে মেনে নিয়ে তার অনুসরণ করা। তা হলেই সেই অপ্রাকৃত তত্ত্ব উপলব্ধি করতে পারা যায়।

শ্লোক ১০

প্রয়াণকালে মনসাচলেন

ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব ।

ঈবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্

স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥ ১০ ॥

প্রয়াণকালে—মৃত্যুর সময়; মনসা—মনের দ্বারা; অচলেন—অচঞ্চলভাবে; ভক্ত্যা—ভক্তি সহকারে; যুক্তঃ—সংযুক্ত; যোগবলেন—যোগশক্তির বলে; চ—ও; এব—অবশ্যই; ঈবোঃ—ঈয়ুগল; মধ্যে—মধ্যে; প্রাণম্—প্রাণবায়ুকে; আবেশ্য—স্থাপন করে; সম্যক্—সম্পূর্ণরূপে; সঃ—তিনি; তম্—সেই; পরম্—পরম; পুরুষম্—পুরুষকে; উপৈতি—প্রাপ্ত হন; দিব্যম্—দিব্য।

গীতার গান

অচল মনেতে যেবা, প্রয়াণকালেতে কিবা,

ভক্তিয়ুক্ত হয়ে যোগবলে ।

ঈর মধ্যে রাখি প্রাণ, যদি হয় সে স্মরণ,

দিব্য পুরুষ তাহারে মিলে ॥

অনুবাদ

যিনি মৃত্যুর সময় অচঞ্চল চিত্তে, ভক্তি সহকারে, পূর্ণ যোগশক্তির বলে ঈয়ুগলের মধ্যে প্রাণবায়ুকে স্থাপন করে পরমেশ্বর ভগবানকে স্মরণ করেন, তিনি অবশ্যই সেই দিব্য পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, মৃত্যুর সময় মনকে ভক্তি সহকারে ভগবানের ধ্যানে একাগ্র করা উচিত। যাঁরা যোগ সাধন করছেন, তাঁদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, দুই ঈর মধ্যে ‘আজ্ঞা-চক্রে’ তাঁদের প্রাণশক্তিকে স্থাপন করতে হবে। এখানে ‘ষট্চক্র’ যোগের মাধ্যমে ধ্যানের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। শুদ্ধ ভক্ত এই ধরনের যোগাভ্যাস করেন না, কিন্তু যেহেতু তিনি সর্বদাই কৃষ্ণভাবনায় মগ্ন থাকেন, তাই তিনি মৃত্যুর সময়ে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের কৃপায় তাঁকে

স্মরণ করতে পারেন। এই অধ্যায়ের চতুর্দশ শ্লোকে সেই কথার ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

এই শ্লোকে যোগবলেন কথাটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, ‘ষট্চক্র’ যোগ বা ভক্তিয়োগই হোক না কেন, কোন একটি যোগ অভ্যাস না করলে মৃত্যুর সময়ে এই অপ্রাকৃত স্তরে উন্নীত হওয়া যায় না। মৃত্যুর সময় আকস্মিকভাবে ভগবানকে স্মরণ করা যায় না। কোন একটি যোগের অনুশীলন, বিশেষ করে ভক্তিয়োগ পদ্ধতির অনুশীলন অবশ্যই করতে হবে। যেহেতু মৃত্যুর সময় মন অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে, তাই আজীবন যোগ অভ্যাস করার মাধ্যমে ভগবানকে স্মরণ করার অভ্যাস করতে হয়, যাতে সেই চরম মুহূর্তে তাঁকে স্মরণ করা যায়।

শ্লোক ১১

যদঙ্করং বেদবিদো বদন্তি

বিশন্তি যদ্ যতয়ো বীতরাগাঃ ।

যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যং চরন্তি

তত্তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে ॥ ১১ ॥

যৎ—যাঁকে; অঙ্করম্—অবিনাশী; বেদবিদঃ—বেদবিৎ; বদন্তি—বলেন; বিশন্তি—প্রবেশ করেন; যৎ—যাতে; যতয়ঃ—সন্ন্যাসীগণ; বীতরাগাঃ—বিষয়ে আসক্তিশূন্য; যৎ—যাঁকে; ইচ্ছন্তঃ—ইচ্ছা করে; ব্রহ্মচর্যম্—ব্রহ্মচর্য; চরন্তি—পালন করেন; তৎ—সেই; তে—তোমাকে; পদম্—পদ; সংগ্রহেণ—সংক্ষেপে; প্রবক্ষ্যে—বলব।

গীতার গান

বেদজ্ঞানী যে অঙ্কর, লাভে হয় তৎপর,

যাহাতে প্রবিষ্ট হয় যতিগণ ।

বীতরাগ ব্রহ্মচারী, সদা আচরণ করি,

সে তথ্য বলি শুন বিবরণ ॥

অনুবাদ

বেদবিৎ পণ্ডিতেরা যাঁকে ‘অঙ্কর’ বলে অভিহিত করেন, বিষয়ে আসক্তিশূন্য সন্ন্যাসীরা যাতে প্রবেশ করেন, ব্রহ্মচারীরা যাঁকে লাভ করার ইচ্ছায় ব্রহ্মচর্য পালন করেন, তাঁর কথা আমি সংক্ষেপে তোমাকে বলব।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ ষট্চক্র যোগাভ্যাসের জন্য অর্জুনকে পরামর্শ দিয়েছিলেন। এই যোগাভ্যাসের মাধ্যমে প্রাণবায়ুকে দুই ভ্রূর মাঝখানে স্থাপন করতে হয়। অর্জুন ষট্চক্র যোগাভ্যাস জানতেন না বলে মেনে নিয়ে, পরবর্তী শ্লোকগুলিতে পরমেশ্বর তাঁর অভ্যাস পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখানে ব্যাখ্যা করেছেন যে, ব্রহ্ম যদিও অদ্বয়, তবুও তাঁর বিভিন্ন প্রকাশ ও রূপ আছে। বিশেষত নির্বিশেষবাদীদের কাছে অক্ষর বা ওঁ শব্দ ব্রহ্ম থেকে অভিন্ন। শ্রীকৃষ্ণ এখানে সেই ব্রহ্মের বর্ণনা করেছেন, যাঁর মধ্যে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীগণ প্রবেশ করেন।

বৈদিক শিক্ষার রীতি অনুসারে, বিদ্যার্থীদের শুরু থেকেই ‘ওঁ’ উচ্চারণের শিক্ষা দেওয়া হয় এবং তাঁরা আচার্যদেবের সান্নিধ্যে থেকে পূর্ণ ব্রহ্মচর্য পালন করে নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন। এভাবেই তাঁরা ব্রহ্মের দুটি স্বরূপ সম্বন্ধে অবগত হন। শিষ্যের পারমার্থিক উন্নতির জন্য এই অনুশীলন অতি আবশ্যিক। আধুনিক যুগে এই রকম ব্রহ্মচারী জীবন যাপন করা একেবারেই অসম্ভব। আধুনিক যুগে সমাজ ব্যবস্থার এমন পরিবর্তন হয়েছে যে, বিদ্যার্থীর জীবনের শুরু থেকে ব্রহ্মচর্য পালন করা সম্ভব নয়। সারা বিশ্বে জ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের জন্য অনেক শিক্ষাকেন্দ্র রয়েছে, কিন্তু এমন একটিও শিক্ষাকেন্দ্র কোথাও নেই, যেখানে ব্রহ্মচর্য আচরণ করার শিক্ষা দেওয়া হয়। ব্রহ্মচর্য আচরণ না করে পারমার্থিক উন্নতি লাভ করা অত্যন্ত কঠিন। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রচার করে গেছেন যে, বর্তমান কলিযুগে শাস্ত্রবিধান অনুসারে হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে—এই মহামন্ত্র কীর্তন করা ছাড়া পরমতত্ত্ব উপলব্ধির আর কোন উপায় নেই।

শ্লোক ১২

সর্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ ।

যুধ্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্ ॥ ১২ ॥

সর্বদ্বারাণি—শরীরের সব কয়টি দ্বার; সংযম্য—সংযত করে; মনঃ—মনকে; হৃদি—হৃদয়ে; নিরুধ্য—নিরোধ করে; চ—ও; যুধ্যি—জয়ের মধ্য; আধায়—স্থাপন করে; আত্মনঃ—আত্মার; প্রাণম্—প্রাণবায়ুকে; আস্থিতঃ—স্থিত; যোগধারণাম্—যোগধারণা।

গীতার গান

সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বার, রুদ্ধ হয়েছে যার,
 বিষয়েতে অনাসক্তি নাম ।
 মনকে নিরোধ করি, হৃদয়েতে স্থির করি,
 যেই জন হয়েছে নিষ্কাম ॥
 প্রাণকে দ্বার মাঝে, যোগ্য সেই যোগীসাজে,
 সমর্থ যোগ ধারণে সেই ।

অনুবাদ

ইন্দ্রিয়ের সব কয়টি দ্বার সংযত করে, মনকে হৃদয়ে নিরোধ করে এবং দ্বারের মধ্যে প্রাণ স্থাপন করে যোগে স্থিত হতে হয়।

তাৎপর্য

এখানে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে, যোগাভ্যাস করার জন্য সর্বপ্রথমে ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির সব কয়টি দ্বার বন্ধ করতে হবে। এই অভ্যাসকে বলা হয় ‘প্রত্যাহার’, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-বিষয় থেকে ইন্দ্রিয়গুলিকে সম্বরণ করা। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক—এই জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলিকে সম্পূর্ণভাবে সংযত করে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করার বাসনা দমন করতে হয়। এভাবেই মন তখন হৃদয়ে পরমাত্মায় একাগ্র হয় এবং প্রাণবায়ুর মস্তকে উর্ধ্বারোহণ হয়। ষষ্ঠ অধ্যায়ে এই পদ্ধতির বিশদ বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু পূর্বেই বলা হয়েছে যে, এই যুগে এই প্রকার যোগের অভ্যাস করা বাস্তব-সম্মত নয়। এই যুগের সর্বোত্তম সাধনা হচ্ছে কৃষ্ণভাবনা। ভক্তি সহকারে যিনি তাঁর মনকে নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানে মগ্ন রাখতে পারেন। তাঁর পক্ষে অবিচলিতভাবে অপ্রাকৃত সমাধিতে স্থিত হওয়া অত্যন্ত সহজ।

শ্লোক ১৩

ওঁ ইত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্মামনুস্মরন্ ।

যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্ ॥ ১৩ ॥

ওঁ—ওঙ্কার; ইতি—এই; একাক্ষরম্—এক অক্ষর; ব্রহ্ম—ব্রহ্মা; ব্যাহরন্—উচ্চারণ করতে করতে; মাম্—আমাকে (কৃষ্ণকে); অনুস্মরন্—স্মরণ করে; যঃ—যিনি;

প্রয়াতি—প্রয়াণ করেন; ত্যজন্—ত্যাগ করে; দেহম্—দেহ; সঃ—তিনি; যাতি—প্রাপ্ত হন; পরমাম্—পরম; গতিম্—গতি।

গীতার গান

ওঙ্কার অঙ্কর ব্রহ্ম, উচ্চারণে সেই ব্রহ্ম,
আমাকে স্মরণ করে যেই ॥
সে যায় শরীর ছাড়ি, বৈকুণ্ঠবিহারী হরি,
সমান লোকেতে হয় বাস ।
সেই সে পরমা গতি, শ্রীহরি চরণে রতি,
ধন্য তার পরমার্থ আশ ॥

অনুবাদ

যোগাভ্যাসে প্রবৃত্ত হয়ে পবিত্র ওঙ্কার উচ্চারণ করতে করতে কেউ যদি পরমেশ্বর ভগবানকে স্মরণ করে দেহত্যাগ করেন, তিনি অবশ্যই পরমা গতি লাভ করবেন।

তাৎপর্য

এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, ওঁকার, ব্রহ্ম ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অভিন্ন। ওঁ হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নির্বিশেষ শব্দব্রহ্ম, কিন্তু হরে কৃষ্ণ নামেও ওঁ নিহিত আছে। এই যুগে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন স্পষ্টভাবে অনুমোদিত হয়েছে। তাই কেউ যদি জীবনের অন্তিমকালে হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে—এই মহামন্ত্র কীর্তন করতে করতে দেহত্যাগ করেন, তা হলে নিঃসন্দেহে তিনি স্বীয় গুণবৈশিষ্ট্য অনুসারে যে কোন একটি চিন্ময় লোকে পৌঁছবেন। কৃষ্ণভক্তেরা কৃষ্ণলোক বা গোলোক বৃন্দাবনে প্রবেশ করেন। সবিশেষবাদীরা বৈকুণ্ঠলোক নামক পরব্যোমের অসংখ্য গ্রহলোকেও প্রবিষ্ট হন, আর নির্বিশেষবাদীরা ব্রহ্মজ্যোতিতে স্থিত হন।

শ্লোক ১৪

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ ॥ ১৪ ॥

অনন্যচেতাঃ—একাগ্রচিত্তে; সততম্—নিরন্তর; যঃ—যিনি; মাম্—আমাকে (শ্রীকৃষ্ণকে); স্মরতি—স্মরণ করেন; নিত্যশঃ—নিয়মিতভাবে; তস্য—তঁার কাছে;

অহম্—আমি; সুলভঃ—সুখলভ্য; পার্থ—হে পৃথাপুত্র; নিত্য—নিত্য; যুক্তস্য—যুক্ত;
যোগিনঃ—ভক্তযোগীর পক্ষে।

গীতার গান

যে যোগী অনন্য চিত্ত, আমাকে স্মরয় নিত্য,
দৃঢ়তার সহ অবিরাম ।

তাহার সুলভ আমি, হে পার্থ জানহ তুমি,
নিত্য যোগে তাহার বিশ্রাম ॥

অনুবাদ

হে পার্থ! যিনি একাগ্রচিত্তে কেবল আমাকেই নিরন্তর স্মরণ করেন, আমি সেই
নিত্যযুক্ত ভক্তযোগীর কাছে সুলভ হই।

তাৎপর্য

ভক্তিয়োগের মাধ্যমে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের সেবায় নিয়োজিত থেকে শুদ্ধ
ভক্তগণ যে চরম লক্ষ্যে উপনীত হতে পারেন, তা বিশেষভাবে এই শ্লোকে বর্ণনা
করা হয়েছে। পূর্ববর্তী শ্লোকগুলিতে আর্ত (দুর্দশাগ্রস্ত), অর্থার্থী (জড়-জাগতিক
ভোগসন্ধানী), জিজ্ঞাসু (জ্ঞান লাভে আগ্রহী) ও জ্ঞানী (চিন্তাশীল দার্শনিক)—এই
চার রকম ভক্তদের কথা বলা হয়েছে। জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হবার
বিভিন্ন পন্থা—কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও হঠযোগের বর্ণনা করা হয়েছে। এই সমস্ত
যোগপদ্ধতিতে কিছুটা ভক্তিভাব মিশ্রিত থাকে, কিন্তু এই শ্লোকটিতে জ্ঞান, কর্ম
কিংবা হঠযোগের কোনও রকম সংমিশ্রণ ছাড়াই বিশেষ করে বিশুদ্ধ ভক্তিয়োগের
কথা বর্ণনা করা হয়েছে। অনন্যচেতাঃ শব্দটির মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে যে, শুদ্ধ
ভক্তিয়োগে ভক্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ছাড়া আর কিছুই চান না। শুদ্ধ ভক্ত
স্বর্গারোহণ, ব্রহ্মজ্যোতিতে বিলীন হওয়া, অথবা ভব-বন্ধন থেকে মুক্তিও কামনা
করেন না। শুদ্ধ ভক্ত কোন কিছুই অভিলাষ করেন না। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত
গ্রন্থে শুদ্ধ ভক্তকে বলা হয়েছে ‘নিষ্কাম’, অর্থাৎ তাঁর নিজের স্বার্থের জন্য কোন
বাসনা থাকে না। তিনিই কেবল পূর্ণ শান্তি লাভ করতে পারেন, যারা সর্বদা
স্বার্থসিদ্ধির প্রচেষ্টা করে, তারা কখনই সেই শান্তি লাভ করতে পারে না।
জ্ঞানযোগী, কর্মযোগী অথবা হঠযোগীর প্রত্যেকের নিজ নিজ বাসনা থাকে, কিন্তু
শুদ্ধ ভক্তের কেবল পরম পুরুষোত্তম ভগবানের প্রসন্ন বিধান করা ছাড়া অন্য

কোন বাসনা থাকে না। তাই ভগবান বলেছেন যে, তাঁর অনন্য ভক্তের কাছে তিনি সুলভ।

শুদ্ধ ভক্ত্যতীতই সদাসর্বদা শ্রীকৃষ্ণের কোনও একটি অপ্রাকৃত রূপের মাধ্যমে তাঁর ভক্তিয়ুক্ত সেবায় নিয়োজিত থাকেন। শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীনৃসিংহদেবের মতো শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ অংশ-প্রকাশ ও অবতার আছেন এবং কোন ভক্ত পরমেশ্বর ভগবানের এই সব অপ্রাকৃত রূপের যে কোনও একটির প্রতি প্রেমভক্তি সহকারে মনোনিবেশের জন্য বেছে নিতে পারেন। এই প্রকার ভক্তের অন্যান্য যোগ অনুশীলনকারীদের মতো বিভিন্ন প্রতিবন্ধকের সম্মুখীন হতে হয় না। ভক্তিযোগ অত্যন্ত সরল, শুদ্ধ ও সহজসাধ্য। কেবল হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার মাধ্যমে যে কেউই এই যোগসাধনা শুরু করতে পারে। ভগবান সকলেরই প্রতি করুণাময়, তবে পূর্ববর্ণিত আলোচনা অনুযায়ী, যাঁরা অনন্যচিত্তে ভক্তি সহকারে তাঁর সেবা করেন, তাঁদের প্রতি তিনি বিশেষভাবে অনুরক্ত। এই প্রকার ভক্তকে তিনি সর্বতোভাবে সাহায্য করেন। বেদে (কঠ উপনিষদ ১/২/২৩) বলা হয়েছে, যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যন্তসৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্—পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি আত্মসমর্পণ করে যিনি নিরন্তর তাঁর প্রেমভক্তিতে নিয়োজিত রয়েছেন, তিনি পরমেশ্বর ভগবানের যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারেন। ভগবদ্গীতাতেও (১০/১০) বলা হয়েছে, দদামি বুদ্ধিযোগং তম্—এই ধরনের ভক্তকে ভগবান পর্যাপ্ত বুদ্ধি দান করেন যাতে তিনি তাঁকে সম্পূর্ণরূপে অবগত হয়ে তাঁর চিন্ময় ধামে প্রবেশ করতে পারেন।

শুদ্ধ ভক্তের একটি বিশেষ গুণ হচ্ছে যে, তিনি স্থান-কাল বিবেচনা না করে অবিচলিতভাবে সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা করেন। তাঁর কাছে কোন বাধাবিঘ্ন আসতে পারে না। তিনি যে কোন অবস্থায়, যে কোন সময়ে ভগবৎ-সেবা করতে পারেন। কেউ কেউ বলেন যে, শ্রীবৃন্দাবনের মতো ধামে অথবা ভগবানের লীলা-ভূমিতেই কেবল ভক্তদের বাস করা উচিত। কিন্তু শুদ্ধ ভক্ত যে কোন জায়গায় থাকতে পারেন এবং তিনি সেই স্থানটি তাঁর শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তির প্রভাবেই শ্রীবৃন্দাবনের মতো পবিত্র পরিবেশের সৃষ্টি করতে পারেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য বলেছিলেন, “হে প্রভু ! তুমি যেখানেই থাক না কেন, সেই স্থানই শ্রীবৃন্দাবন।”

সততম্ ও নিত্যশঃ কথা দুটির দ্বারা বোঝানো হচ্ছে যে, ‘সদাসর্বদা’, ‘নিয়মিতভাবে’ অথবা ‘প্রতিদিন’ শুদ্ধ ভক্ত সর্বক্ষণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করেন এবং তাঁর শ্রীচরণাবিন্দের ধ্যান করেন। এই সবই হচ্ছে শুদ্ধ ভক্তের গুণ এবং এই অনন্য ভক্তির ফলেই ভগবান তাঁদের কাছে এত সুলভ। গীতায় ভক্তিযোগকে

শ্রেষ্ঠ যোগ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সাধারণত, ভক্তিয়োগী পাঁচ প্রকারে ভগবানের সেবায় নিয়োজিত থাকেন—১) শাস্ত-ভক্ত—নিরপেক্ষ উদাসীনভাবে ভগবানের সেবা করেন; ২) দাস্য-ভক্ত—দাস্যভাবে ভগবানের সেবা করেন; ৩) সখ্য-ভক্ত—ভগবানের সখ্যরূপে সেবা করেন; ৪) বাৎসল্য-ভক্ত—পিতা অথবা মাতারূপে ভগবানের সেবা করেন এবং ৫) মাধুর্য-ভক্ত—ভগবানের প্রেমসীরূপে তাঁর সেবা করেন। এর যে কোন একটিকে অবলম্বন করে শুদ্ধ ভক্ত ভগবৎ-সেবায় অনুক্ষণ নিয়োজিত থাকেন এবং পরমেশ্বর ভগবানকে কখনই ভুলতে পারেন না, আর সেই কারণেই ভগবান তাঁর কাছে সুলভ। শুদ্ধ ভক্ত এক মুহূর্তের জন্যও পরমেশ্বর ভগবানকে ভুলে থাকতে পারেন না, আর তেমনই ভগবানও তাঁর শুদ্ধ ভক্তকে এক মুহূর্তের জন্যও ভুলে থাকতে পারেন না। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে —এই মহামন্ত্র কীর্তন করার ফলে অনায়াসে কৃষ্ণভাবনাময় পদ্ধতির মাধ্যমে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অশেষ কৃপা লাভ করা যায়।

শ্লোক ১৫

মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাস্ততম্ ।

নাপ্রবত্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাং ॥ ১৫ ॥

মাম্—আমাকে; উপেত্য—লাভ করে; পুনঃ—পুনরায়; জন্ম—জন্ম; দুঃখালয়ম্—দুঃখালয়; অশাস্ততম্—অনিত্য; ন—না; আপ্রবত্তি—প্রাপ্ত হন; মহাত্মানঃ—মহাত্মাগণ; সংসিদ্ধিম্—সিদ্ধি; পরমাম্—পরম; গতাং—প্রাপ্ত হয়েছেন।

গীতার গান

আমাকে লাভ করে সে মহাত্মা হয় ।

নহে তার পুনর্জন্ম যেথা দুঃখালয় ॥

অশাস্তত সংসারেতে নহে তার স্থিতি ।

পরমা গতিতে তার সিদ্ধ অবস্থিতি ॥

অনুবাদ

মহাত্মা, ভক্তিপরায়ণ যোগীগণ আমাকে লাভ করে আর এই দুঃখপূর্ণ নশ্বর সংসারে পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন না, কেন না তাঁরা পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছেন।

তাৎপর্য

যেহেতু এই অনিত্য জড় জগৎ জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধিরূপ ক্লেশের দ্বারা জর্জরিত, স্বভাবতই যিনি পরমার্থ সাধন করে কৃষ্ণলোক বা গোলোক বৃন্দাবনে পরম গতি লাভ করেন, তিনি কখনই এই জগতে ফিরে আসতে চান না। পরম ধামের বর্ণনা করে বৈদিক শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, তা হচ্ছে অব্যক্ত, অক্ষর ও পরমা গতি; অর্থাৎ, সেই গ্রহলোক আমাদের জড় দৃষ্টির অতীত এবং যা বর্ণনারও অতীত, কিন্তু তাই হচ্ছে মহাত্মাদের জীবনের পরম লক্ষ্য। মহাত্মারা আত্ম-উপলব্ধি প্রাপ্ত ভগবদ্ভক্তের কাছ থেকে ভগবৎ-তত্ত্ব আহরণ করেন এবং ক্রমশ কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে তাঁদের ভগবদ্ভক্তির উন্নতি সাধন করেন। এভাবেই তাঁরা ভগবৎ-সেবায় এত তন্ময় থাকেন যে, কোনও উচ্চলোকে অথবা পরব্যোমে উত্তীর্ণ হবার কোন রকম বাসনাও তাঁদের থাকে না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্য ব্যতীত তাঁরা আর কিছুই কামনা করেন না। সেটিই হচ্ছে জীবনের পরম সার্থকতা। এই শ্লোকটিতে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সবিশেষবাদী ভক্তদের কথাই গুরুত্ব সহকারে উল্লিখিত হয়েছে। এই সমস্ত ভক্তেরা কৃষ্ণভাবনার মাধ্যমে জীবনের পরম সিদ্ধি লাভ করেন। পক্ষান্তরে, তাঁরা হচ্ছেন মহাত্মা।

শ্লোক ১৬

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোহর্জুন ।

মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ ১৬ ॥

আব্রহ্ম—ব্রহ্মলোক পর্যন্ত; ভুবনাৎ—পৃথিবী থেকে; লোকাঃ—লোকসমূহ; পুনঃ—পুনরায়; আবর্তিনঃ—আবর্তনশীল; অর্জুন—হে অর্জুন; মাম্—আমাকে; উপেত্য—প্রাপ্ত হলে; তু—কিন্তু; কৌন্তেয়—হে কুন্তীপুত্র; পুনর্জন্ম—পুনর্জন্ম; ন—না; বিদ্যতে—হয়।

গীতার গান

চতুর্দশ ভুবনেতে যত লোক হয় ।

ব্রহ্মলোক পর্যন্ত সে নিত্য কেহ নয় ॥

সে সব লোকেতে স্থান গমনাগমন ।

সকল লোকেতে আছে জনম মরণ ॥

ভক্তির আশ্রয় যেবা আমাকে যে পায় ।

কেবল তাহার মাত্র পুনর্জন্ম নয় ॥

অনুবাদ

হে অর্জুন! এই ভুবন থেকে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত সমস্ত লোকই পুনরাবর্তনশীল অর্থাৎ পুনর্জন্ম হয়। কিন্তু হে কৌন্তেয়! আমাকে প্রাপ্ত হলে আর পুনর্জন্ম হয় না।

তাৎপর্য

কর্ম, জ্ঞান, হঠ আদি যোগ সাধনকারী যোগীদের ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্য ধামে প্রবেশ করতে হলে, পরিশেষে কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে ভক্তিযোগ অনুশীলন করার মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করতে হবে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই দিব্য ধামে একবার প্রবেশ করলে আর এই জড় জগতে ফিরে আসতে হয় না। এই জড় জগতের সর্বোচ্চ লোকে অথবা দেবলোকে প্রবেশ করলেও জন্ম-মৃত্যুর চক্রের অধীনেই থাকতে হয়। মর্তবাসীরা যেমন উচ্চলোকে উন্নীত হয়, তেমনই ব্রহ্মলোক, চন্দ্রলোক, ইন্দ্রলোক আদি উচ্চলোকের অধিবাসীরাও এই গ্রহলোকে পতিত হয়। ছান্দোগ্য উপনিষদে উল্লিখিত ‘পঞ্চাগ্নি-বিদ্যা’ নামক যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা যে-কেউ ব্রহ্মলোকে উত্তীর্ণ হতে পারেন, কিন্তু ব্রহ্মলোকে যদি তিনি কৃষ্ণভাবনার অনুশীলন না করেন, তবে তাঁকে আবার এই পৃথিবীতে ফিরে আসতে হয়। উচ্চতর গ্রহলোকে যাঁরা কৃষ্ণভাবনায় উন্নতি সাধন করেন, তাঁরা উত্তরোত্তর উচ্চতর গ্রহলোক প্রাপ্ত হন এবং মহাপ্রলয়ের পর সনাতন চিন্ময় ধামে প্রবেশ করেন। শ্রীধর স্বামী ভগবদ্গীতার ভাষ্য রচনায় এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করেছেন—

ব্রহ্মণা সহ তে সর্বে সম্প্রাপ্তে প্রতিসঞ্চরে ।

পরস্যাশ্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরং পদম্ ॥

“এই জড় ব্রহ্মাণ্ডের প্রলয়ের পর নিরন্তর কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত ব্রহ্মা ও তাঁর ভক্তগণ তাঁদের ইচ্ছা অনুসারে পরব্যোমস্থিত অপ্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে এবং বিশেষ বিশেষ চিন্ময় গ্রহলোকে স্থানান্তরিত হন।”

শ্লোক ১৭

সহস্রযুগপর্যন্তমহর্ষদ্ ব্রহ্মণো বিদুঃ ।

রাত্রিঃ যুগসহস্রান্তাং তেহহোরাত্রবিদো জনাঃ ॥ ১৭ ॥

সহস্র—সহস্র; যুগ—চতুর্যুগ; পর্যন্তম্—ব্যাপী; অহঃ—দিন; যৎ—যা; ব্রহ্মণঃ—
ব্রহ্মার; বিদুঃ—যাঁরা জানেন; রাত্রিম্—রাত্রি; যুগ—চতুর্যুগ; সহস্রান্তাম্—তেমনই,
সহস্র চতুর্যুগের অন্তে; তে—সেই; অহোরাত্র—দিন ও রাত্রির; বিদুঃ—তত্ত্ববেত্তা;
জনাঃ—মানুষেরা।

গীতার গান

মানুষের সহস্র যে চতুর্যুগ যায় ।
ব্রহ্মার সে একদিন করিয়া গণয় ॥
সেইরূপ একরাত্রি ব্রহ্মার গণন ।
রাত্রিদিন ব্রহ্মার যে করহ মনন ॥

অনুবাদ

মনুষ্য মানের সহস্র চতুর্যুগে ব্রহ্মার একদিন হয় এবং সহস্র চতুর্যুগে তাঁর এক
রাত্রি হয়। এভাবেই যাঁরা জানেন, তাঁরা দিবা-রাত্রির তত্ত্ববেত্তা।

তাৎপর্য

জড় ব্রহ্মাণ্ডের স্থায়িত্বকাল সীমিত। এর প্রকাশ হয় কল্পের সৃষ্টিচক্রে। ব্রহ্মার
একদিনকে কল্প বলা হয়। এক কল্পে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি—এই চারটি
যুগ এক হাজার বার আবর্তিত হয়। সত্যযুগের লক্ষণ হচ্ছে সদাচার, বুদ্ধিমত্তা
ও ধর্ম। সেই যুগে অজ্ঞান ও পাপ প্রায় থাকে না বললেই চলে। এই যুগের
স্থায়িত্ব ১৭,২৮,০০০ বছর। ত্রেতাযুগে পাপকর্মের সূচনা হয় এবং এই যুগের
স্থায়িত্ব ১২,৯৬,০০০ বছর। দ্বাপর-যুগে ধর্মের অবনতি ঘটে এবং অধর্মের অভ্যুত্থান
হয়। এই যুগের স্থায়িত্ব ৮,৬৪,০০০ বছর এবং সব শেষে কলিযুগ (গত ৫,০০০
বছর ধরে এই যুগ চলছে)। এই যুগে কলহ, অজ্ঞানতা, অধর্ম ও পাপাচারের
প্রাবল্য দেখা যায় এবং যথার্থ ধর্মাচরণ প্রায় লুপ্ত। এই যুগের স্থায়িত্ব প্রায়
৪,৩২,০০০ বছর। কলিযুগে অধর্ম এত বৃদ্ধি পায় যে, এই যুগের শেষে পরমেশ্বর
ভগবান স্বয়ং কঙ্কি অবতাররূপে অবতীর্ণ হয়ে অসুরদের বিনাশ করেন এবং তাঁর
ভক্তদের পরিত্রাণ করে আর একটি সত্যযুগের সূচনা করেন। তারপর এই প্রক্রিয়া
আবার চলতে থাকে। এই চারটি যুগ যখন এক হাজার বার আবর্তিত হয়, তখন
ব্রহ্মার একদিন হয় এবং সমপরিমাণ কালে এক রাত্রি হয়। এই রকম দিন ও
রাত্রি সমন্বিত বর্ষ অনুসারে ব্রহ্মা একশ বছর বেঁচে থেকে তারপর দেহ ত্যাগ

করেন। এই একশ বছর পৃথিবীর অনুসারে ৩১১,০৪,০০০,০০,০০,০০০ বছরের সমান। এই গণনা অনুসারে ব্রহ্মার আয়ু কল্পনাপ্রসূত ও অক্ষয় বলে মনে হয়, কিন্তু নিত্যতার পরিপ্রেক্ষিতে এর স্থায়িত্ব বিদ্যুৎ চমকের মতো ক্ষণস্থায়ী। অতলান্তিক মহাসাগরের বুদ্ধদের মতো কারণ সমুদ্রে অসংখ্য ব্রহ্মার নিত্য উদয় ও লয় হয়ে চলেছে। ব্রহ্মা ও তাঁর সৃষ্টি জড় ব্রহ্মাণ্ডের অংশ এবং তাই তা নিরন্তর প্রবহমান।

জড় ব্রহ্মাণ্ডে এমন কি ব্রহ্মাও জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধির চক্র থেকে মুক্ত নন। তবুও এই জড় জগতের পরিচালনায় তিনি সরাসরিভাবে ভগবানের সেবা করছেন, তাই তিনি সদ্যমুক্তি লাভ করেন। উচ্চ স্তরের সন্ন্যাসীরা ব্রহ্মার বিশিষ্টলোক ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন, যা হচ্ছে জড় জগতের সর্বোচ্চ গ্রহলোক এবং অন্য সমস্ত স্বর্গীয় গ্রহলোকের বিনাশ হয়ে যাওয়ার পরেও তা বর্তমান থাকে। কিন্তু জড়া প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে ব্রহ্মা ও ব্রহ্মলোকের সমস্ত বাসিন্দাদের যথাসময়ে মৃত্যু হয়।

শ্লোক ১৮

অব্যক্তাদ্ ব্যক্তয়ঃ সর্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে ।

রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে ॥ ১৮ ॥

অব্যক্তাৎ—অব্যক্ত থেকে; ব্যক্তয়ঃ—জীবসমূহ; সর্বাঃ—সমস্ত; প্রভবন্তি—প্রকাশিত হয়; অহরাগমে—দিনের শুরুতে; রাত্র্যাগমে—রাত্রি সমাগমে; প্রলীয়ন্তে—লীন হয়ে যায়; তত্র—সেখানে; এব—অবশ্যই; অব্যক্ত—অব্যক্ত; সংজ্ঞকে—নামক।

গীতার গান

সেই রাত্রি অবসানে অব্যক্ত হইতে ।

ব্যক্ত হয় এ ত্রিলোক ব্রহ্মার দিনেতে ॥

আবার সে রাত্রিকালে হইবে প্রলয় ।

অব্যক্ত হইতে জন্ম অব্যক্তে মিলায় ॥

অনুবাদ

ব্রহ্মার দিনের সমাগমে সমস্ত জীব অব্যক্ত থেকে অভিব্যক্ত হয় এবং ব্রহ্মার রাত্রির আগমে তা পুনরায় অব্যক্তে লয় প্রাপ্ত হয়।

শ্লোক ১৯

ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে ।

রাত্র্যাগমেহবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে ॥ ১৯ ॥

ভূতগ্রামঃ—জীবসমষ্টি; সঃ—সেই; এব—অবশ্যই; অয়ম্—এই; ভূত্বা ভূত্বা—পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করে; প্রলীয়তে—লয় প্রাপ্ত হয়; রাত্রি—রাত্রি; আগমে—সমাগমে; অবশঃ—আপনা থেকেই; পার্থ—হে পৃথাপুত্র; প্রভবতি—প্রকাশিত হয়; অহঃ—দিনের বেলা; আগমে—আগমনে।

গীতার গান

চরাচর যাহা কিছু সেই উদ্ভব প্রলয় ।

পুনঃ পুনঃ জন্ম আর পুনঃ পুনঃ ক্ষয় ॥

অনুবাদ

হে পার্থ! সেই ভূতসমূহ পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হয়ে ব্রহ্মার রাত্রি সমাগমে লয় প্রাপ্ত হয় এবং পুনরায় দিনের আগমনে তারা আপনা থেকেই প্রকাশিত হয়।

তাৎপর্য

অল্প-বুদ্ধিসম্পন্ন জীব যারা এই জড় জগতে থাকবার চেষ্টা করে, তারা বিভিন্ন উচ্চতর গ্রহলোকে উন্নীত হতে পারে এবং তার পরে আবার তাদের এই পৃথিবীগ্রহে পতন হয়। ব্রহ্মার দিবসকালে এই জড় জগতের অভ্যন্তরে উর্ধ্ব ও নিম্ন লোকগুলিতে তারা তাদের কার্যকলাপ প্রদর্শন করতে পারে, কিন্তু ব্রহ্মার রাত্রির আগমনে তারা আবার সকলেই লয় প্রাপ্ত হয়। জড়-জাগতিক কার্যকলাপের জন্য ব্রহ্মার দিবাভাগে তারা বিভিন্ন কলেবর প্রাপ্ত হয় এবং রাত্রে তাদের সেই সমস্ত কলেবরের বিনাশ হয় এবং এই সময়ে জীবসমূহ শ্রীবিষ্ণুর বিগ্রহে একসঙ্গে অবস্থান করে। তারপর ব্রহ্মার দিনের আবির্ভাবে তারা আবার অভিব্যক্ত হয়। ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে—দিনের বেলায় তারা প্রকাশিত হয় এবং রাত্রিবেলায় তারা আবার লয় প্রাপ্ত হয়। অস্তিমে, ব্রহ্মার আয়ু যখন শেষ হয়ে যায়, তখন তারা সকলে বিলীন হয়ে যায় এবং কোটি কোটি বছর ধরে অপ্রকাশিত থাকে। তারপর আর একটি কল্পে ব্রহ্মা যখন আবার জন্মগ্রহণ করে, তখন তারা পুনরায় ব্যক্ত হয়। এভাবেই জীব জড় জগতের মোহের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। কিন্তু যে সমস্ত বুদ্ধিমান

ব্যক্তি কৃষ্ণভাবনামৃত গ্রহণ করেন, তাঁরা হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে/ হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে—এই মহামন্ত্র কীর্তন করে মানব-জীবনকে সম্পূর্ণরূপে ভগবৎ-সেবায় নিয়োগ করেন। এভাবেই, এমন কি এই জীবনে তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের দিব্য ধামে প্রবেশ করে পুনর্জন্ম থেকে মুক্ত, সচ্চিদানন্দময় জীবন প্রাপ্ত হন।

শ্লোক ২০

পরস্তস্মাত্তু ভাবোহন্যোহব্যক্তোহব্যক্তাৎ সনাতনঃ ।

যঃ স সর্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি ॥ ২০ ॥

পরঃ—শ্রেষ্ঠ; তস্মাৎ—সেই; তু—কিন্তু; ভাবঃ—প্রকৃতি; অন্যঃ—অন্য; অব্যক্তঃ—অব্যক্ত; অব্যক্তাৎ—অব্যক্ত থেকে; সনাতনঃ—নিত্য; যঃ—যা; সঃ—তা; সর্বেষু—সমস্ত; ভূতেষু—প্রকাশ; নশ্যৎসু—বিনষ্ট হলেও; ন—না; বিনশ্যতি—বিনষ্ট হয়।

গীতার গান

তাহার উপরে যেই ভাবের নির্ণয় ।

সনাতন সেই ধাম অক্ষয় অব্যয় ॥

সকল সৃষ্টির নাশ এ জগতে হয় ।

সনাতন ধাম নহে হইবে প্রলয় ॥

অনুবাদ

কিন্তু আর একটি অব্যক্ত প্রকৃতি রয়েছে, যা নিত্য এবং ব্যক্ত ও অব্যক্ত বস্তুর অতীত। সমস্ত ভূত বিনষ্ট হলেও তা বিনষ্ট হয় না।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণের পরা বা চিন্ময় শক্তি অপ্রাকৃত ও নিত্য। ব্রহ্মার দিন ও রাত্রে যথাক্রমে ব্যক্ত ও অব্যক্ত হয় যে অপরা প্রকৃতি, তার প্রভাব থেকে তা সম্পূর্ণ মুক্ত। শ্রীকৃষ্ণের পরা শক্তি গুণগতভাবে জড়া প্রকৃতির সম্পূর্ণ বিপরীত। সপ্তম অধ্যায়ে এই পরা ও অপরা প্রকৃতি সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

শ্লোক ২১

অব্যক্তোহঙ্কর ইত্যুক্তস্তমাত্মঃ পরমাং গতিম্ ।

যং প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ২১ ॥

অব্যক্তঃ—অব্যক্ত; অঙ্করঃ—অঙ্কর; ইতি—এভাবে; উক্তঃ—বলা হয়; তম্—তাকে; আত্মঃ—বলে; পরমাম্—পরম; গতিম্—গতি; যম্—যাঁকে; প্রাপ্য—পেয়ে; ন—না; নিবর্তন্তে—ফিরে আসে; তদ্ধাম—সেই ধাম; পরমম্—পরম; মম—আমার।

গীতার গান

সেই সে অব্যক্ত নাম ‘অঙ্কর’ তাহার ।

জীবের সে গতি নাম পরমা যাহার ॥

সে গতি হইলে লাভ না আসে ফিরিয়া ।

আমার সে নিত্য ধাম সংসার জিনিয়া ॥

অনুবাদ

সেই অব্যক্তকে অঙ্কর বলে, তাই সমস্ত জীবের পরমা গতি। কেউ যখন সেখানে যায়, তখন আর তাঁকে এই জগতে ফিরে আসতে হয় না। সেটিই হচ্ছে আমার পরম ধাম।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরম ধামকে ব্রহ্মসংহিতায় ‘চিন্তামণি ধাম’ বলে বর্ণনা করা হয়েছে এবং এই ধামে সমস্ত বাসনা পূর্ণ হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরম ধাম গোলোক বৃন্দাবন চিন্তামণি দিয়ে তৈরি প্রাসাদে পরিপূর্ণ। সেখানকার গাছগুলি কল্পতরু, যা ইচ্ছামাত্র আকাঙ্ক্ষিত খাদ্যদ্রব্য দান করে। সেখানকার গাভীগুলি ‘সুরভী’, যারা অপরিপূর্ণ পরিমাণে দুগ্ধ দান করে। এই নিত্য ধামে সহস্রশত লক্ষ্মী নিরন্তর অনাদির আদিপুরুষ সর্ব কারণের কারণ শ্রীগোবিন্দের সেবা করছেন। শ্রীকৃষ্ণ নিরন্তর তাঁর বেণুবাদন করেন (বেণুং কণন্তম্)। তাঁর দিব্য শ্রীবিগ্রহ ত্রিভুবনকে আকৃষ্ট করে। তাঁর চক্ষুদ্বয় কমলদলের মতো এবং তাঁর শ্রীবিগ্রহের বর্ণ মেঘের মতো ঘনশ্যাম। তাঁর অপূর্ব সুন্দর রূপ কোটি কোটি কন্দর্পকে বিমোহিত করে। তাঁর পরনে পীত বসন, গলায় বনমালা আর মাথায় তাঁর শিখিপুচ্ছ। ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ চিন্ময় জগতের সর্বোচ্চ লোকে তাঁর স্বীয় ধাম গোলোক বৃন্দাবন সম্বন্ধে

কেবল একটু আভাস দিয়েছেন। ব্রহ্মসংহিতাতে তাঁর বিশদ বর্ণনা পাওয়া যায়। বৈদিক শাস্ত্রে (কঠ উপনিষদ ১/৩/১১) উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভগবানের চিন্ময় ধামের থেকে উত্তম আর কিছুই নেই এবং সেই ধামই হচ্ছে পরম গতি (পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা পরমা গতিঃ)। সেই ধাম প্রাপ্ত হলে কেউ আর এই জড় জগতে ফিরে আসে না। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণের পরম ধামের মধ্যে কোন ভেদ নেই, তাঁরা সমান চিদগুণ-সম্পন্ন। দিল্লি থেকে ৯০ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত বৃন্দাবন চিৎ-জগতের সর্বোচ্চে গোলোক বৃন্দাবনের প্রতিরূপ। শ্রীকৃষ্ণ যখন এই পৃথিবীতে অবতরণ করেছিলেন, তখন তিনি মথুরা জেলায় ৮৪ বর্গমাইল পরিধি-বিশিষ্ট সেই বৃন্দাবন ধামে তাঁর দিব্য লীলাখেলা করেছিলেন।

শ্লোক ২২

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্তনন্যয়া ।

যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্বমিদং ততম্ ॥ ২২ ॥

পুরুষঃ—পরমেশ্বর ভগবান; সঃ—তিনি; পরঃ—পরম, যাঁর থেকে শ্রেষ্ঠ আর কেউ নেই; পার্থ—হে পৃথাপুত্র; ভক্ত্যা—ভগবদ্ভক্তির দ্বারা; লভ্যঃ—লাভ করা যায়; তু—কিন্তু; অনন্যয়া—অনন্যা; যস্য—যাঁর; অন্তঃস্থানি—মধ্যে; ভূতানি—এই সমস্ত জড় প্রকাশ; যেন—যাঁর দ্বারা; সর্বম্—সমস্ত; ইদম্—এই; ততম্—পরিব্যাপ্ত।

গীতার গান

পরমপুরুষ সেই নিত্য ধামে বাস ।

হে পার্থ! অনন্য ভক্তি তাহার প্রয়াস ॥

তাঁহারই অন্তরেতে হয় সমস্ত জগত ।

অন্তর্যামী সে পুরুষ সর্বত্র বিস্তৃত ॥

অনুবাদ

হে পার্থ! সর্বশ্রেষ্ঠ পরমেশ্বর ভগবানকে অনন্য ভক্তির মাধ্যমেই কেবল লাভ করা যায়। তিনি যদিও তাঁর ধামে নিত্য বিরাজমান, তবুও সর্বব্যাপ্ত এবং সব কিছু তাঁর মধ্যেই অবস্থিত।

তাৎপর্য

এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, সেই পরম ধাম, যেখান থেকে আর পুনরাগমন হয় না, তা হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ধাম। ব্রহ্মসংহিতায় এই পরম ধামকে আনন্দচিন্ময়রস বলে বর্ণনা করা হয়েছে, অর্থাৎ যেখানে সব কিছুই চিন্ময় আনন্দে পরিপূর্ণ। সেখানে যত রকমের বিচিত্রতার প্রকাশ, তা সবই দিব্য আনন্দে পরিপূর্ণ—কোন কিছুই জড় নয়। এই সমস্ত বৈচিত্র্য পরমেশ্বর ভগবানের চিন্ময় আত্মবিস্তার, কারণ সেই ধাম পূর্ণরূপে ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তিতে অধিষ্ঠিত। সেই কথা সপ্তম অধ্যায়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই জড় জগতের পরিপ্রেক্ষিতে ভগবান যদিও তাঁর পরম ধামে নিত্য অধিষ্ঠিত, কিন্তু তবুও তাঁর অপরা শক্তির দ্বারা তিনি সর্বব্যাপ্ত। এভাবেই তাঁর পরা ও অপরা শক্তির মাধ্যমে তিনি প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত, উভয় জগতেই সর্বদাই বিদ্যমান। *যস্যাস্তঃস্থানি* কথাটির অর্থ হচ্ছে, তিনি সব কিছুই তাঁর মধ্যে ধারণ করে আছেন—তা সে পরা শক্তিই হোক অথবা অপরা শক্তিই হোক। এই দুই শক্তির দ্বারা ভগবান সর্বব্যাপ্ত।

এখানে ভক্ত্যা শব্দটির দ্বারা স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, কেবল ভক্তির দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণের পরম ধামে অথবা অগণিত বৈকুণ্ঠলোকে প্রবেশ করা সম্ভব। অন্য কোনও পন্থায় সেই পরম ধাম লাভ করা যায় না। বেদেও (গোপাল-তাপনী উপনিষদ ৩/২) এই পরম ধাম ও পরম পুরুষোত্তম ভগবানের বর্ণনা আছে। একো বশী সর্বগঃ কৃষ্ণঃ—সেই পরম ধামে কেবল এক পরম পুরুষোত্তম ভগবান আছেন, যার নাম শ্রীকৃষ্ণ। তিনি পরম করুণাময় বিগ্রহ এবং যদিও তিনি সেখানে এক হয়ে অবস্থান করে আছেন, কিন্তু তিনিই লক্ষ লক্ষ অসংখ্য অংশ-রূপ ধারণ করে বিরাজ করছেন। বেদে পরমেশ্বরকে এমন একটি গাছের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, যে গাছটি স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থেকেও নানা ধরনের ফল, ফুল বহন করেছে এবং এমন সব পাতা সৃষ্টি করে চলেছে, যা নিয়ত বদলে যাচ্ছে। ভগবানের অংশ-প্রকাশ বৈকুণ্ঠলোকগুলির অধিপতি হচ্ছেন চতুর্ভুজধারী এবং তাঁরা পুরুষোত্তম, ত্রিবিক্রম, কেশব, মাধব, অনিরুদ্ধ, হৃষীকেশ, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, শ্রীধর, বাসুদেব, দামোদর, জনার্দন, নারায়ণ, বামন, পদ্মনাভ আদি বিবিধ নামে পরিজ্ঞাত।

ব্রহ্মসংহিতায় (৫/৩৭) দৃঢ়ভাবে প্রতিপন্ন করা হয়েছে যে, যদিও ভগবান তাঁর পরম ধাম গোলোক বৃন্দাবনে নিত্য বিরাজমান, তবুও তিনি সর্বব্যাপ্ত, যার ফলে সব কিছুই সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়ে চলেছে (গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতঃ)। বেদে (শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ৬/৮) উল্লেখ আছে যে, পরাস্য শক্তিবিরিধৈব শ্রয়তে/

স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ—তাঁর শক্তিসমূহ এতই সুদূরপ্রসারী যে, তারা সুবিন্যস্ত ও ত্রুটিহীনভাবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব কিছুই পরিচালনা করে চলেছেন, যদিও পরমেশ্বর ভগবান বহু বহু দূরে অবস্থিত।

শ্লোক ২৩

যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিং চৈব যোগিনঃ ।

প্রয়াতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ ॥ ২৩ ॥

যত্র—যে; কালে—সময়ে; তু—কিন্তু; অনাবৃত্তিম্—ফিরে আসে না; আবৃত্তিম্—ফিরে আসে; চ—ও; এব—অবশ্যই; যোগিনঃ—বিভিন্ন প্রকার যোগী; প্রয়াতাঃ—মৃত্যু হলে; যান্তি—প্রাপ্ত হন; তম্—সেই; কালম্—কাল; বক্ষ্যামি—বলব; ভরতর্ষভ—হে ভারতশ্রেষ্ঠ।

গীতার গান

যে কালেতে অনাবৃত্তি যোগীর সম্ভব ।

বলিতেছি শুন তাহা ভারত ঋষভ ॥

অনুবাদ

হে ভারতশ্রেষ্ঠ! যে কালে মৃত্যু হলে যোগীরা এই জগতে ফিরে আসেন অথবা ফিরে আসেন না, সেই কালের কথা আমি তোমাকে বলব।

তাৎপর্য

ভগবানের পূর্ণ শরণাগত অনন্য ভক্তগণ কখনও চিন্তা করেন না, তাঁরা কিভাবে ও কখন দেহত্যাগ করবেন। তাঁরা সব কিছুই শ্রীকৃষ্ণের হাতে ছেড়ে দেন এবং তাই তাঁরা অনায়াসে ও অতি আনন্দের সঙ্গে ভগবৎ-ধামে ফিরে যান। কিন্তু যারা অনন্য ভক্ত নয়, যারা কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, হঠযোগ আদি অন্যান্য সাধনার উপর নির্ভর করে, তাদের অবশ্যই উপযুক্ত সময়ে দেহত্যাগ করতে হয়, যার ফলে তারা নিশ্চিতভাবে জানতে পারে যে, এই জন্ম-মৃত্যুর সংসারে তাদের আর ফিরে আসতে হবে কি হবে না।

সিদ্ধযোগী এই জড় জগৎ ত্যাগ করবার জন্য উপযুক্ত স্থান ও কাল নির্ণয় করতে পারেন। কিন্তু তিনি যদি সিদ্ধ না হন, তবে তাঁর সাফল্য নির্ভর করে,

দৈবক্রমে যদি তিনি কোন বিশেষ উপযুক্ত সময়ে তাঁর দেহ ত্যাগ করতে পারেন, তার উপর। যেই উপযুক্ত সময়ে দেহত্যাগ করলে আর ফিরে আসতে হয় না, তা পরবর্তী শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বর্ণনা করেছেন। আচার্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণের মত অনুসারে, এখানে উল্লিখিত কাল শব্দে কালের অধিষ্ঠাতা দেবতাকে উল্লেখ করা হয়েছে।

শ্লোক ২৪

অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্রঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্ ।

তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ ॥ ২৪ ॥

অগ্নিঃ—অগ্নি; জ্যোতিঃ—জ্যোতি; অহঃ—দিন; শুক্রঃ—শুক্রপক্ষ; ষণ্মাসাঃ—ছয় মাস; উত্তরায়ণম্—উত্তরায়ণ; তত্র—সেই মার্গে; প্রয়াতাঃ—দেহ ত্যাগকারী; গচ্ছন্তি—গমন করেন; ব্রহ্ম—ব্রহ্মো; ব্রহ্মবিদঃ—ব্রহ্মজ্ঞানী; জনাঃ—ব্যক্তি।

গীতার গান

ব্রহ্মবিৎ পুরুষ যে জ্যোতি শুভদিনে ।

উত্তরায়ণ কালেতে করিলে প্রয়াণে ॥

ব্রহ্মলাভ হয় তার অনাবৃতি গতি ।

কর্মীর জ্ঞানীর সেই সাধারণ মতি ॥

অনুবাদ

ব্রহ্মবিৎ পুরুষগণ অগ্নি, জ্যোতি, শুভদিন, শুক্রপক্ষে ও ছয় মাস উত্তরায়ণ কালে দেহত্যাগ করলে ব্রহ্ম লাভ করেন।

তাৎপর্য

অগ্নি, জ্যোতি, দিন, পক্ষ আদির উল্লেখ থেকে জানা যায় যে, এই সকলের এক-একজন বিশেষ অধিষ্ঠাতা দেবতা আছেন, যাঁরা আত্মার গতিপথ নিয়ন্ত্রণ করেন। মৃত্যুর সময় মন জীবাত্মাকে নবজীবনের পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। দৈবক্রমে অথবা সাধনার প্রভাবে এই শ্লোকে বর্ণিত সময়ে দেহত্যাগ করলে নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতি প্রাপ্ত হওয়া যায়। উত্তম যোগী তাঁর ইচ্ছা অনুসারে কোন বিশেষ স্থানে, কোন বিশেষ সময়ে দেহত্যাগ করতে পারেন। অন্য কোন মানুষের সেই নিয়ন্ত্রণে সামর্থ্য

নেই। দৈবক্রমে শুভ মুহূর্তে যদি কারও দেহত্যাগ হয়, তবে সে জন্ম-মৃত্যুর চক্রে পুনরাগমন করবে না, নতুবা অবশ্যই তাকে এই জড় জগতে ফিরে আসতে হবে। কিন্তু কৃষ্ণভাবনাময় শুদ্ধ ভক্ত দৈবক্রমে অথবা স্বেচ্ছায়, শুভ অথবা অশুভ, যে সময়েই দেহত্যাগ করুন না কেন, তাঁর কখনও পুনরাগমনের আশঙ্কা থাকে না।

শ্লোক ২৫

ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ যগ্নাসা দক্ষিণায়নম্ ।

তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ততে ॥ ২৫ ॥

ধূমঃ—ধূম; রাত্রিঃ—রাত্রি; তথা—ও; কৃষ্ণঃ—কৃষ্ণপক্ষ; যগ্নাসাঃ—ছয় মাস; দক্ষিণায়নম্—দক্ষিণায়ন; তত্র—সেই মার্গে; চান্দ্রমসম্—চন্দ্রলোক; জ্যোতিঃ—জ্যোতি; যোগী—যোগী; প্রাপ্য—লাভ করে; নিবর্ততে—প্রত্যাবর্তন করেন।

গীতার গান

তারা ইষ্টাপূর্তি কর্মে রাত্রি কৃষ্ণপক্ষে ।

ধূম বা দক্ষিণায়ন চন্দ্র জ্যোতি লক্ষে ॥

মার্গ সেই আশ্রয়েতে পুনরাগমন ।

কর্মযোগী নাহি করে ব্রহ্ম নিরূপণ ॥

অনুবাদ

ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ অথবা দক্ষিণায়নের ছয় মাস কালে দেহত্যাগ করে যোগী চন্দ্রলোকে গমনপূর্বক সুখভোগ করার পর পুনরায় মর্ত্যলোকে প্রত্যাবর্তন করেন।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে কপিল মুনি উল্লেখ করেছেন যে, পৃথিবীতে যাঁরা সকাম কর্ম ও যজ্ঞ অনুষ্ঠানে দক্ষ, তাঁরা দেহত্যাগ করার পর চন্দ্রলোকে গমন করেন। এই সমস্ত উন্নত আত্মারা সেখানে দেবতাদের গণনা অনুসারে ১০,০০০ বছর বাস করেন এবং সোমরস পান করে জীবন উপভোগ করেন। কিন্তু শেষকালে এক সময় তাঁদের আবার এই পৃথিবীতে ফিরে আসতে হয়। এর থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, চন্দ্রলোকে অনেক উন্নত স্তরের জীব আছেন, যদিও তাঁরা স্থূল ইন্দ্রিয়গোচর নন।

শ্লোক ২৬

শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে জগতঃ শাস্বতে মতে ।

একয়া যাত্যনাবৃন্তিমন্যয়াবর্ততে পুনঃ ॥ ২৬ ॥

শুক্ল—শুক্ল; কৃষ্ণ—কৃষ্ণ; গতী—মার্গ; হি—অবশ্যই; এতে—এই দুই; জগতঃ—জগতের; শাস্বতে—বৈদিক; মতে—মতে; একয়া—একটির দ্বারা; যাতি—প্রাপ্ত হয়; অনাবৃন্তিম্—অপ্রত্যাবর্তন; অন্যয়া—অন্যটির দ্বারা; আবর্ততে—প্রত্যাবর্তন করে; পুনঃ—পুনরায় ।

গীতার গান

অতএব দুই মার্গ শুক্ল কৃষ্ণ নাম ।

শাস্বত যে দুই পথ হই বর্তমান ॥

শুক্লমার্গে যার গতি তার অনাবৃন্তি ।

কৃষ্ণমার্গে যার গতি সে আবৃন্তি ॥

অনুবাদ

বৈদিক মতে এই জগৎ থেকে দেহত্যাগের দুটি মার্গ রয়েছে—একটি শুক্ল এবং অপরটি কৃষ্ণ। শুক্লমার্গে দেহত্যাগ করলে তাকে আর ফিরে আসতে হয় না, কিন্তু কৃষ্ণমার্গে দেহত্যাগ করলে ফিরে আসতে হয়।

তাৎপর্য

আচার্য বলদেব বিদ্যাভূষণ ছান্দোগ্য উপনিষদ (৫/১০/৩-৫) থেকে জড় জগতে গমনাগমনের এই রকমই একটি শ্লোকের বিবরণ উদ্ধৃত করেছেন। যাঁরা অনন্ত কাল ধরে দার্শনিক জ্ঞান ও সকাম কর্মের অনুশীলন করে আসছেন, তাঁরা নিরন্তর গমনাগমন করছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণাবিন্দের শরণাগত হন না বলে তাঁরা যথার্থ মুক্তি লাভ করতে পারেন না।

শ্লোক ২৭

নৈতে সৃতী পার্থ জানন্ যোগী মুহ্যতি কশ্চন ।

তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবার্জুন ॥ ২৭ ॥

ন—না; এতে—এই দুটি; স্ত্রী—মার্গ; পার্থ—হে পৃথাপুত্র; জানন্—জেনে;
যোগী—ভগবদ্ভক্ত; মুহ্যতি—মোহগ্রস্ত; কশ্চন—কোন; তস্মাৎ—অতএব; সর্বেষু
কালেষু—সর্বদা; যোগযুক্তঃ—কৃষ্ণভাবনায় যুক্ত; ভব—হও; অর্জুন—হে অর্জুন।

গীতার গান

কিন্তু পার্থ ভক্ত মোর দুই মার্গ জানি ।
মোহপ্রাপ্ত নাহি হয় ভক্তিযোগ মানি ॥
অতএব হে অর্জুন! মোরে নিত্য স্মর ।
ভক্তিযোগযুক্ত হও কভু না পাসর ॥

অনুবাদ

হে পার্থ! ভক্তেরা এই দুটি মার্গ সম্বন্ধে অবগত হয়ে কখনও মোহগ্রস্ত হন না। অতএব হে অর্জুন! তুমি ভক্তিযোগ অবলম্বন কর।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ এখানে অর্জুনকে উপদেশ দিচ্ছেন যে, সংসার ত্যাগ করার জন্য জীবাত্মা এই দুটি মার্গের যে কোন একটা মার্গ গ্রহণ করতে পারে বলে তাঁর চিন্তিত হবার কোন কারণ নেই। ভগবদ্ভক্ত তাঁর প্রয়াণ ইচ্ছাকৃতভাবে হবে, না দৈবক্রমে হবে, তা নিয়ে দুশ্চিন্তা করেন না। ভক্তের কর্তব্য হচ্ছে সুদৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করা। তাঁর জানা উচিত যে, এই দুটি মার্গের যে কোনটিই ক্লেশকর। কৃষ্ণভাবনায় আবিষ্ট হবার শ্রেষ্ঠ পন্থা হচ্ছে সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণের সেবায় যুক্ত হওয়া। এর ফলে ভগবৎ-ধাম প্রাপ্তির পথ নিরাপদ, নিশ্চিত ও সরল হয়। এই শ্লোকে যোগযুক্ত কথাটি বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। যিনি দৃঢ়তাপূর্বক যোগ অভ্যাস করেন, তিনি তাঁর সমস্ত কার্যকলাপের মাধ্যমে সর্বদাই কৃষ্ণভাবনায় যুক্ত থাকেন। শ্রীল রূপ গোস্বামীপাদের উপদেশ হচ্ছে যে, *অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্থমুপযুক্ততঃ*—জড় বিষয়ের প্রতি অনাসক্ত থাকতে হবে এবং সমস্ত কিছু কৃষ্ণভাবনামৃত দ্বারা পরিপূর্ণ করে তুলতে হবে। এভাবেই ‘যুক্তবৈরাগ্য’ পন্থার মাধ্যমে অতি সহজে পরম সিদ্ধি লাভ করা যায়। তাই, আত্মার গমন পথের এই সমস্ত বিবরণে ভক্ত কখনই বিচলিত হন না, কারণ তিনি জানেন যে, ভক্তিযোগ সাধন করার ফলে তিনি অবশ্যই ভগবৎ-ধাম প্রাপ্ত হবেন।

শ্লোক ২৮

বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চৈব
 দানেষু যৎ পুণ্যফলং প্রদিস্তম্ ।
 অত্যেতি তৎ সৰ্বমিদং বিদিত্বা
 যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাদ্যম্ ॥ ২৮ ॥

বেদেষু—বেদপাঠে; যজ্ঞেষু—যজ্ঞানুষ্ঠানে; তপঃসু—তপস্যায়; চ—ও; এব—
 অবশ্যই; দানেষু—দানে; যৎ—যে; পুণ্যফলম্—পুণ্যফল; প্রদিস্তম্—নির্দেশিত
 হয়েছে; অত্যেতি—অতিক্রম করে; তৎ সৰ্বম্—সেই সমস্ত; ইদম্—এই; বিদিত্বা—
 জেনে; যোগী—ভক্ত; পরম্—পরম; স্থানম্—স্থান; উপৈতি—প্রাপ্ত হন; চ—ও;
 আদ্যম্—আদি।

গীতার গান

বেদাদি শাস্ত্রেতে যাহা, যজ্ঞ তপ দান তাহা,
 পুণ্যফল যাহা সে প্রদিস্ত ।
 সে যোগ যে অবলম্বে, পায় তাহা অবিলম্বে,
 সম্যক বুঝিয়া নিজ ইষ্ট ॥

অনুবাদ

ভক্তিযোগ অবলম্বন করলে তুমি কোন ফলেই বঞ্চিত হবে না। বেদপাঠ, যজ্ঞ
 অনুষ্ঠান, তপস্যা, দান আদি যত প্রকার জ্ঞান ও কর্ম আছে, সেই সমুদয়ের যে
 ফল, তা তুমি ভক্তিযোগ দ্বারা লাভ করে আদি ও পরম ধাম প্রাপ্ত হও।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি কৃষ্ণভাবনামৃত ও ভক্তিযোগের বিশেষ বর্ণনা সমন্বিত সপ্তম ও অষ্টম
 অধ্যায়ের সারমর্ম। শ্রীগুরুদেবের তত্ত্বাবধানে বেদ অধ্যয়ন ও তপশ্চর্যার অনুশীলন
 করা অত্যন্ত আবশ্যিক। বৈদিক প্রথা অনুসারে ব্রহ্মচারীকে গুরুগৃহে থেকে অনুগত
 ভৃত্যের মতো গুরুদেবের সেবা করতে হয় এবং তাকে গুরুদেবের জন্য দুয়ারে
 দুয়ারে ভিক্ষা করতে হয়। শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞানুসারেই কেবল সে ভোজন করে,
 এবং যদি কোনদিন গুরুদেব তাকে ভোজনে না ডাকেন, তা হলে সেই দিন সে
 উপবাসী থাকে। এগুলি ব্রহ্মচর্য-ব্রতের কয়েকটি বৈদিক সিদ্ধান্ত।

পাঁচ বৎসর থেকে কুড়ি বৎসর পর্যন্ত গুরুর তত্ত্বাবধানে বেদ অধ্যয়ন করার পর ব্রহ্মচারী শিক্ষার্থী পরম চরিত্রবান মানুষ হতে সক্ষম হন। বেদ অধ্যয়ন করার উদ্দেশ্য আরাম-কেন্দ্রীয় উপবেশনরত মনোধর্মীদের মনোরঞ্জন করা নয়, তার উদ্দেশ্য চরিত্র গঠন করা। এই প্রশিক্ষণের পরে ব্রহ্মচারী গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করে বিবাহ করতে পারেন। গৃহস্থাশ্রমেও তাঁকে নানা রকম যজ্ঞানুষ্ঠান করতে হয়, যাতে তিনি অধিকতর সিদ্ধি লাভের উদ্দেশ্যে পরমার্থ সাধনে সচেষ্ট হন। ভগবদ্গীতার বর্ণনা অনুযায়ী দেশ, কাল ও পাত্র বিচারে এবং সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণের পার্থক্য নির্ণয় করে যথোপযুক্তভাবে দানধ্যান করাও তাঁর অবশ্য কর্তব্য। তারপর গৃহস্থাশ্রম থেকে নিবৃত্ত হয়ে বানপ্রস্থ গ্রহণ করে বনবাসী হয়ে বস্তু ধারণ করে ক্ষৌরকর্ম পরিহার করে তাকে নানা রকম তপশ্চর্যার অনুশীলন করতে হয়। এভাবেই ব্রহ্মচার্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ এবং সবশেষে সন্ন্যাস আশ্রমের বিধি-বিধান পালন করে জীবনের পরম সিদ্ধির স্তরে উন্নীত হতে হয়। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ স্বর্গলোকে উন্নীত হন এবং তার পরে আরও উন্নতি সাধন করার পরে পরব্যোমে নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতি অথবা বৈকুণ্ঠলোকে বা কৃষ্ণলোকে পরম মুক্তি লাভ করেন। বৈদিক সাহিত্যে এই পথের দিগ্दर्শন দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু কৃষ্ণভাবনামৃতের সৌন্দর্য এতই অনুপম যে, কেবল ভগবানকে ভক্তি করার একটিমাত্র সাধনার মাধ্যমেই এই সমস্ত আশ্রম এবং বৈদিক কর্মকাণ্ডের সমস্ত আচার অনুষ্ঠান অতিক্রম করা যায়।

ইদং বিদিত্বা শব্দ দুটির দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, ভগবদ্গীতার এই অধ্যায় ও সপ্তম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ যে উপদেশ দিয়েছেন, তা পুঁথিগত বিদ্যা বা জল্পনা-কল্পনার মাধ্যমে বোঝবার চেষ্টা করা উচিত নয়। পক্ষান্তরে, শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ লাভ করে তাঁর কাছ থেকে এর তত্ত্ব শ্রবণের মাধ্যমে হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করা উচিত। সপ্তম অধ্যায় থেকে শুরু করে দ্বাদশ অধ্যায় পর্যন্ত ভগবদ্গীতার সারমর্ম ব্যাখ্যা করা হয়েছে। প্রথম ছয়টি অধ্যায় এবং শেষের ছয়টি অধ্যায় যেন মাঝের ছয়টি অধ্যায়কে আবৃত করে রেখেছে—যেগুলি বিশেষভাবে স্বয়ং পরমেশ্বর দ্বারা সংরক্ষিত হয়েছে। যদি কোন ভাগ্যবান ভক্তসঙ্গে ভগবদ্গীতার, বিশেষ করে মাঝখানের এই ছয়টি অধ্যায়ের তত্ত্ব যথার্থভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন, তা হলে তাঁর জীবন সমস্ত তপ, যজ্ঞ, দান, ধ্যান, মনোধর্ম আদির উর্ধ্ব দিব্য কীর্তির দ্বারা গৌরবান্বিত হয়, কেন না শুধুমাত্র কৃষ্ণভাবনার মাধ্যমেই তিনি এই সব রকম কর্মেরই সুফল অর্জন করতে পারেন।

ভগবদ্গীতার প্রতি যাঁর কিছুমাত্র বিশ্বাস আছে, তাঁর পক্ষে কোনও ভক্তজনের কাছ থেকেই ভগবদ্গীতার শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। কারণ, চতুর্থ অধ্যায়ের প্রারম্ভেই স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, ভগবদ্গীতার তত্ত্বজ্ঞান কেবল ভক্তজনই উপলব্ধি করতে পারেন, অন্য কেউ যথাযথভাবে ভগবদ্গীতার উদ্দেশ্য বুঝতে পারে না। সুতরাং, মনোধর্মীদের কাছ থেকে ভগবদ্গীতার ব্যাখ্যা না শুনে কোনও কৃষ্ণভক্তের কাছে তা শোনা উচিত। এটিই হচ্ছে শ্রদ্ধার লক্ষণ। কেউ যখন কোনও ভক্তের সন্ধান করতে থাকে এবং অবশেষে ভক্তের সান্নিধ্য লাভ করতে সক্ষম হয়, তখনই তার পক্ষে যথাযথভাবে ভগবদ্গীতার অধ্যয়ন ও উপলব্ধির সার্থক প্রচেষ্টার সূচনা হয়। সাধুসঙ্গের প্রভাবেই ভগবৎ-সেবায় প্রবৃত্তি জন্মায়। এই ভগবৎ-সেবার ফলে শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, লীলা, পরিকর আদি হৃদয়ে স্ফুরিত হয় এবং এই সকল বিষয়ে সমস্ত সংশয় সম্পূর্ণরূপে দূর হয়। এভাবেই সমস্ত সংশয় দূর হলে অধ্যয়নে মনোনিবেশ হয় তখন ভগবদ্গীতা অধ্যয়ন করে আশ্বাদন করা যায় এবং কৃষ্ণভাবনার প্রতি অনুরাগ ও ভাবের উদয় হয়। আরও উন্নত স্তরে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পূর্ণ প্রেমানুরাগের উদয় হয়। এই পরম সিদ্ধির স্তরে ভক্ত চিদাকাশে অবস্থিত শ্রীকৃষ্ণের ধাম গোলোক বৃন্দাবনে প্রবিষ্ট হন, যেখানে তিনি চিন্ময় শাস্বত আনন্দ লাভ করেন।

ভক্তিবৈদান্ত কহে শ্রীগীতার গান ।

শুনে যদি শুদ্ধ ভক্ত কৃষ্ণগত প্রাণ ॥

ইতি—পরমতত্ত্ব লাভ বিষয়ক ‘অক্ষরব্রহ্ম-যোগ’ নামক শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অষ্টম অধ্যায়ের ভক্তিবৈদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত।